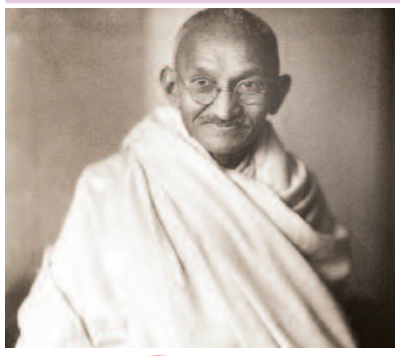

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বাপু মানেই ভারতবাসীর আবেগ, জন-স্ফুরণ এবং অহিংসার দীক্ষা

তেলেঙ্গানায় ১৩,৫০০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস মোদির ৭

কলকাতা ২ অক্টোবর ২০২৩ ১৪ আশ্বিন ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ১১৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 2.10.2023, Vol.17, Issue No. 113, 8 Pages, Price 3.00

দিল্লি রওনা হওয়ার আগে ফের সুর চড়ালেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি অভিযানে রওনা হওয়ার আগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যেন আরও সুর চড়ালেন তৃণমূলের সেকেন্ড -ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাসের বকেয়া টাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করতে দেখা গেল অভিষেককে। পাশাপাশি দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত বাঁকুড়ার তিন শিশুর পরিবারকে পাশে নিয়ে আবাসের টাকা বন্ধ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিও তোলেন তিনি। সঙ্গে দাবি তোলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং-সহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও।

২ তারিখ ও তিন তারিখ দিল্লিতে ধর্না কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূলের। সেই উপলক্ষে রবিবার বিমানে দিল্লি রওনা হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়াতে এদিন বিমানে তাঁর সঙ্গে দিল্লি অভিযানে অংশ নিতে নিয়ে গেলেন দেয়াল চাপা পড়ে মৃত তিন শিশুর পরিবারের সদস্যদেরও। আবাস যোজনার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও টাকা না মেলায় পাকা করা যায়নি বাড়ি। এদিকে টানা বৃষ্টিতে সেই মাটির বাড়ি ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় তিন শিশুর। এই নিয়ে তুঙ্গে আবাস রাজনীতি। এই ঘটনাকে সামনে এনে বিজেপিকে বিদ্ধ করেছে তৃণমূল।

এদিন বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে জানতে চান, 'গায়ের জোরে বাংলার টাকা আটকে রেখেছে। বাংলাকে ভাতে মারতে চাইছে। এই যে দেওয়াল চাপা পড়ে যারা মারা গেলেন, এই প্রাণহানির দায় কে নেবে? তিনটি ফুলের মতো শিশু খেলতে গিয়ে মাটির কাঁচা দেওয়াল ভেঙেছে এর দার কার? যাদের জীবন এখনও শুরু হয়নি, তাদের প্রাণের মূল্য কে দেবে?' সঙ্গে এও জানান, লাভপুরেও হয়েছে একই ঘটনা। এরই সূত্র ধরে তিনি দাবি করেন, এর তদন্ত হওয়া উচিত এবং বাংলার মানুষের রক্ত যাদের হাতে লেগে রয়েছে, তাদের গ্রেপ্তার করা উচিত। পাশাপাশি জোর করে নিয়ে যাওয়ার যে অভিযোগ উঠেছিল সেই সব বিতর্কে জল ঢেলে অভিষেক এও জানান, 'এরা মানসিকভাবে ঠিক না হওয়া সত্ত্বেও এক কাপড়ে যাচ্ছেন দিল্লিতে।' এছাড়াও ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ সাফ জানালেন, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি তৃণমূল কংগ্রেস করে না।

এখানেই শেষ নয়, তিনি বলেন, 'বাংলার হকের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। ভোটে হেরে গিয়ে বাংলার মানুষের টাকা আটকে রেখেছে বিজেপি। আমরাও তো অনেক জায়গায় হেরেছি। সেখানে কি লদীর ভাণ্ডার বন্ধ হয়েছে? আমরা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি কিন্তু তার জন্য মানুষকে কষ্ট দিই না। এই টাকা কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়।' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ২ বছরের ধরে জোর করে টাকা আটকে রেখেছে। এদিকে বলছে আমরা অভিযোগ পেয়েছি তাই টাকা দিচ্ছি না। আর এদিকে দু'দিন আগে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সাংবাদিক বৈঠকে বলছেন আন্দোলন করে কিছু হবে না। আমি একটা ফোন করলেই টাকা চলে আসবে। তাহলে ব্যাপারটা কী হচ্ছে। গিরিরাজ সিং কার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন সেটা জানতে হবে। এতদিন ধরে আবাসের টাকা আটকে। একটাও জনস্বার্থ মামলা হয়নি কেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে অভিষেক জানতে চান, 'দুর্নীতি হলে তো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তা নেওয়া হয়নি কেন? যতদিন না টাকা বাংলার মানুষ পাবে, ততদিন এই লড়াই চলবে।' এরই পাশাপাশি আগামীদিনে আন্দোলনকে আরও জোরদার হবে এমনটাও ইঙ্গিত দেন তৃণমূল সাংসদ।

তবে এদিন দিল্লি রওনা হওয়ার আগে হুঁশিয়ারির সুরে জানান, 'এত ভয় কিসের? বিমান বাতিল করে দিচ্ছে, এত ভয় কিসের যে আন্দোলনের অনুমতি দিচ্ছে না? দিল্লি পুলিশকে কাজে লাগাচ্ছে। আন্দোলন আটকানোর এত চেষ্টা করছে! এটা মানুষের লড়াই। ১০ হাজার নরেন্দ্র মোদিও আটকাতে পারবে না। ট্রেন বিমান বাতিল করে কি আমাদের আটকাতে পারলেন? আমাদের ধমকে চমকে আটকানো যাবে না।' এদিন তৃণমূল সাংসদ এও স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'আমরা রাজনীতি করি না। যদি রাজনীতি করতাম তাহলে যেখানে হেরেছি সেখানে পরিষেবা বন্ধ করতাম।

ডেঙ্গু প্রাণ কাড়ল তরুণীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক তরুণীর। মৃত তরুণীর নাম সমাপ্তি মল্লিক। বছর কুড়ির সমাপ্তির বাড়ি দক্ষিণ দমদম পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বেশ কয়েকদিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নাগের বাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সমাপ্তি। তার ডেঙ্গুর চিকিৎসা চলছিল ওই বেসরকারি হাসপাতালে। এরপর শনিবার রাতে হঠাৎ-ই অবস্থার অবনতি হতেই আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সমাপ্তিকে। সেখানেই গভীর রাতে তার মৃত্যু হয় তাঁর।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

ফের উপাচার্য নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের তুঙ্গে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। ফের রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল। এবার আরও ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তবে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য পদে বিজেপি ঘনিষ্ঠদেরই বসানো হয়েছে বলে গুঞ্জন। বিজেপি ঘনিষ্ঠতার গুঞ্জন উঠে আসার বিস্তর কারণ রয়েছে বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

নিম্নচাপের জেরে বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার থেকে বুধবার রাজ্যের প্রায় সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। অনেক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। নিম্নচাপের প্রভাবেই এই দুর্যোগ।

রাজ্যে এখনই কমছে না বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, রবিবার থেকে বুধবার রাজ্যের প্রায় সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। অনেক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সে কারণে ধাক্কা খেতে পারে সপ্তাহান্তের পুজোর বাজার। সোমবার, গান্ধিজয়ন্তীর দিনও বঙ্গবাসীর কেনাকাটায় বাদ সাধতে পারে বৃষ্টি।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শনিবার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং লাগোয়া ঝাড়খণ্ডের উপর ছিল নিম্নচাপ অঞ্চল। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। তার জেরেই ১ তারিখ, রবিবার থেকে ৪ অক্টোবর, বুধবার পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে।

রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ঝাড়গ্রামে। তবে জেলার সব জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দু'-এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হতে পারে বৃষ্টি। জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। সোম এবং মঙ্গলবারেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমানে।

রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারের দু'-এক জায়গায়। সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে। এই তিন জেলায় মঙ্গলবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সেখানে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরের দু'-এক জায়গায় মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। হাওয়া অফিসের আশঙ্কা, দার্জিলিং, কালিম্পঙের মতো পাহাড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির কারণে ধস নামতে পারে। বাড়তে পারে নদীগুলির জলস্তর। ৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। তাঁদের জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের দুটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হবে সেগুলি উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এরসঙ্গে বীরভূম, মুর্শিদাবাদেও। এদিকে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান ও নদিয়ায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। বুধবারও দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে।

এদিকে রবিবারের পর ও সোমবার উত্তরবঙ্গের ৫ জেলায় অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টিপাত হবে। এরপর উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা অর্থাৎ উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে।

মঙ্গলবার ঝেঁপে বৃষ্টিপাত হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। এদিকে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। এর ফলে কমলা সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

স্পেনের নাইটক্লাবে অগ্নিকাণ্ড, মৃত অন্তত ১৩

মাদ্রিদ, ১ অক্টোবর: জন্মদিনের আনন্দ উৎসব, কয়েক মুহূর্তে বদলে গেল আতঙ্ক ও হাহাকারে। রবিবার ভোরে স্পেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের শহর মুরসিয়ার একটি নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে, এখনও অনেকের খোঁজ নেই। তাই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে সেই দেশের জরুরি পরিষেবা বিভাগ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা জানিয়েছে, স্থানীয় সময় ভোর ৬টায় ওই নাইটক্লাবে আগুন লেগেছে বলে খবর এসেছিল তাদের কাছে। দ্রুত জরুরি পরিষেবা বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন। কোনওরকমে আগুনের গ্রাসে থাকা ভবনে ঢুকেছিল তারা। প্রাথমিকভাবে ছয়জনের দেহ খুঁজে পেয়েছিল তারা। পরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩।

৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ ও শটপাটে সোনা জয় ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়াডে ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে সোনা জিতলেন ভারতের অবিনাশ সাবলে। তিনি এদিন গেমস রেকর্ড গড়ে ৮১৯.৫৩ সেকেন্ডে শেষ করেন। এবারের এশিয়ান গেমসে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে এটিই ভারতের প্রথম সোনা। এর আগে ২০১০ সালের এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে সোনা জিতেছিলেন সুধা সিং। উল্লেখ্য, অবিনাশ চলতি বছরের জুলাইতে ভারতের প্রথম ট্র্যাক অ্যাথলিট হিসেবে প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করেন। অবিনাশ সাবলে এদিন যেন সোনার দরজা খুলে দিয়েছিলেন। ৩ হাজার মিটার স্টিপলচেজে সোনা জেতার আধঘণ্টার মধ্যে এশিয়ান গেমসের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে এল দ্বিতীয় সোনা। গতবার শটপাটে যা করেছিলেন, এবারও তারই রিপ্লে হল যেন। জাকার্তা এশিয়ান গেমসে তেজিন্দর পাল সিং টুর সোনা জিতেছিলেন ২০.৭৫ মিটার থ্রো করে। নতুন গেমস রেকর্ডও ছিল তাঁর। এ বারও সোনা নিজের গলাতেই রাখলেন পঞ্জাবের তেজিন্দর।

তবে এদিন প্রথম দুটো থ্রো বাতিল হয়ে যায় ভারতের বাঁ হাতি শটপাটারের। ফলে একটু চাপে যে পড়ে গেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তৃতীয় থ্রোতে ১৯.২১ মিটার ছুড়েছিলেন। পরের থ্রোতেও তেজিন্দর আবার ২০ মিটারের বাধা পার করে ২০.০৬ মিটার থ্রো করেন। কিন্তু সেই থ্রোও যথেষ্ট ছিল না। সৌদি আরবের মহমেদ দাউদা টোলো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন ২০.১৮ মিটার থ্রো করে। সোনা জিততে হাতে দুটো থ্রো ছিল তেজিন্দরের। চাপের মুখে পঞ্চম থ্রো আবার বাতিল হয়ে যায় তেজিন্দরের। তাতেও অবশ্য ঘাবড়াননি সোনার ছেলে। ২০.৩৬ মিটার থ্রো থেকে সোনা জেতেন তেজিন্দর।

তেজিন্দর এদিন ভারতের হয়ে ১৩তম সোনা জেতেন। ১৬টা রুপো ও ১৬টা ব্রোঞ্জ-সহ মোট ৪৫টা পদক জিতল ভারত। গতবার এশিয়ান গেমসে ৭০টা পদক জিতেছিল ভারত। এবার সেই রেকর্ডও ছাপিয়ে যাওয়ার যেন ইঙ্গিত দিচ্ছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা।

খড়দার পাতুলিয়ার বাড়ি থেকে উদ্ধার দম্পতির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সাতসকালেই শিশুর কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পড়শিদের। শিশুর বাবা-মাকে ডাকাডাকি করেও, তাঁদের কোনও সাড়াশব্দ পাননি। খবর গিয়ে পৌঁছয় কিছুটা দূরে থাকা শিশুটির দাদু-দিদার কাছে। একাধিকবার ফোন করা হলেও, শিশুটির বাবা মায়ের কেউই ধরেনি। এতেই সন্দেহ জাগে দাদু-দিদার। তড়িঘড়ি তাঁরা ওই বাড়িতে ছুটে আসেন এবং তারা দেখেন বারান্দায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে শিশুর বাবা, আর ঘরের মেঝেতে গলার নলি কাটা অবস্থায় পড়ে আছে মা। ঘটনায় হতচকিত পড়শিরা। রহড়া থানার পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা এলাকার ঘটনা।

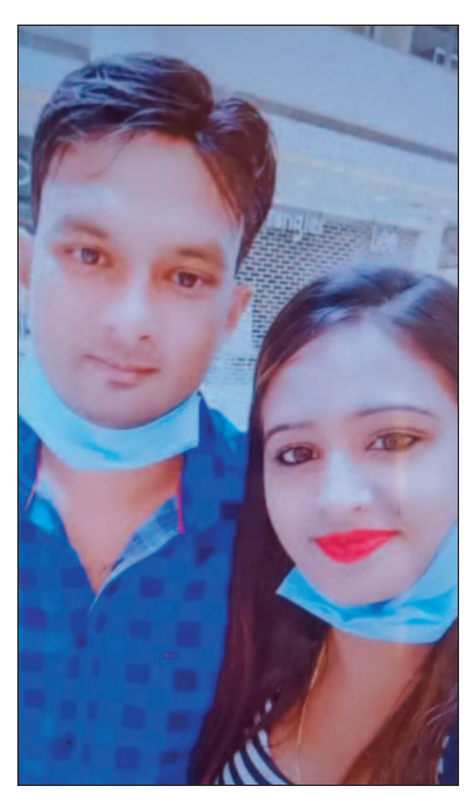

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রহড়া থানার পুলিশ, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল আশীষ মৌর্য এবং পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-পুরপ্রধান কিশোর বৈশ্য। পুলিশের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই দম্পতির নাম পাপ্পু সাউ (৩৫) এবং পুজা সাউ (৩০)। এগারো আগে তাদের প্রেম করেই বিয়ে হয়েছিল। তাদের দুটি কন্যা সন্তান আছে। একজনের বয়স আট বছর এবং আরেকজনের বয়স মাত্র তিন বছর। ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে পাতুলিয়া মালির বাগানে পুজা'র বাপের বাড়ি। সেখানে দাদু-দিদার কাছে বড় মেয়ে। আর বাবা-মায়ের কাছে থাকতো তিন বছরের মেয়েটি। স্থানীয়রা জানান, এদিন সকালে ছোট্ট শিশুর কান্নার আওয়াজ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ওর বাবা-মাকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু কারও কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি। তারপর খবর পেয়ে দাদু দিদা এবং শিশুর দিদি বাড়িতে ছুটে আসে। তারা দেখেন বাড়ির বারান্দায় সিলিং থেকে ঝুলছে পাপ্পুর দেহ। আলগা দরজা ধাক্কা মারতেই তারা দেখেন মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে পুজার দেহ। রহড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। বাড়ির পাশের ঝোপ-জঙ্গল থেকে খুনে ব্যবহৃত রক্তমাখা ছুরি পুলিশ উদ্ধার করেছে।

ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ব্যারাকপুরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (সেন্ট্রাল) আশিস মৌর্য্য বলেন, বাড়ির বারান্দা থেকে একজনের ঝুলন্ত দেহ এবং ঘরের মধ্যে থেকে আরেকজনের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ফরেনসিক টিম এনে নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত করা হবে। ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা, তা-ও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল আশীষ মৌর্য আরও জানান, আমদাবাদে পাপ্পু ব্যবসা করতেন। কিন্তু করোনা অতিমারিতে লকডাউনের জেরে ব্যবসায় ভাটা পড়ে। তারপর তিনি খড়দার পাতুলিয়ায় ফিরে আসেন। এখানে এসে তিনি টোটো চালাতেন। স্থানীয়রা জানান,পাপ্পুর স্ত্রী পুজা একটি পার্লারে কাজ করতেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ ওদের সংসারে অশান্তি লেগেই ছিল। পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের উপ-পুরপ্রধান কিশোর বৈশ্য বলেন, দরজা খোলা ছিল বলেই পুলিশের সন্দেহ জেগেছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঝাড়গ্রামেও দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঁকুড়ায় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে তিন শিশু এবং এক বৃদ্ধার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। একই ঘটনা ঘটল ঝাড়গ্রামের জামবনিতেও। শনিবার কাপগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিয়াশুলি গ্রামে প্রবল বৃষ্টিতে মাটির দেওয়াল ধসে প্রাণ গেল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম শ্যামাপদ নায়েক (৬০)। রবিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্তের পর মৃতের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিনপুরের তৃণমূল বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে ঝাড়ু হাতে নামলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর: স্বচ্ছ ভারতের লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধির জন্মজয়ন্তীর আগের দিন সকালে দেশকে নেতৃত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১ অক্টোবর দেশ জুড়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরিচ্ছন্নতায় অভিযানে ঝাড়ু হাতে ময়দানে নামলেন তিনি। প্রায় ঘণ্টা খানেক বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন মোদি। সেই ভিডিও নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও করলেন। ক্যাপশানে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'আজ, ভারতের লক্ষ্য স্বচ্ছতা।'

ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, হাতে গ্লাভস পরে ময়লা পরিস্কার করছেন মোদি। ঝাড়ু নিয়ে ঝাট দিতেও দেখা গেল তাঁকে। একটি বাগানে তাঁর সঙ্গে স্বচ্ছতা অভিযানে ছিলেন তরুণ ফিটনেস বিশেষজ্ঞ অঙ্কিত। তবে ঠিক কোথায় ভিডিওটি রেকর্ড করা হয়েছে তা জানা যায়নি। চার মিনিট ৪১ সেকেন্ডের ভিডিওটি নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন মোদি।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেই দেশজুড়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মোদি সরকারের অন্তিম বর্ষে রবিবার নিজেই ঝাড়ু হাতে ময়দানে নেমে স্বচ্ছতাই সেবার পথ, এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যেরও বার্তা দেন এদিন। সেই লক্ষ্যেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা ভিডিওতে তাঁর সঙ্গে দেখা গেল ফিটনেস বিশেষজ্ঞ অঙ্কিত বাইয়ানপুরিয়াকে।

দিল্লিতে নাকি ১০ লক্ষ লোক যাওয়ার কথা, দেখব কত লক্ষ লোক ভাইপোর ডাকে গেছে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার সকালে উত্তর হাওড়ায় প্রধানমন্ত্রীর ডাকে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সামিল হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে তৃণমূলের 'মনরেগা কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'জোর করে দিল্লিতে লোকেদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দিল্লিতে নাকি ১০ লক্ষ লোক যাওয়ার কথা, কালকে আমরা দেখতে চাই কত লক্ষ লোক ভাইপোর ডাকে গেছে। কলেজের ইউনিয়নের সদস্য সেও উড়োজাহাজে চড়ে যাচ্ছে। পোড়া বিড়ি যাদের জুটত না, গিঁট দেওয়া টায়ারের সাইকেল যারা চালাত তারাও উড়োজাহাজে দিল্লি যাচ্ছে। এটা কি বাংলা তৈরি হয়েছে। গোটা তৃণমূল মানেই প্রতিষ্ঠিত চোর। রাজ্যের সব বাজারে ছোট ছোট অফিস খুলে রেখেছে, পুর নিগম ৫ টাকা পেলে তৃণমূল ১০ টাকা পায়। মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সংস্থা খোলা হয়েছে।'

পাশপাশি শুভেন্দু আরো বলেন, 'কেন্দ্রীয় আবাস যোজনাতে পঞ্চাশ লক্ষ বাড়ি প্রধানমন্ত্রী বাংলাতে দিয়েছেন। যার মধ্যে চুরি ও দুর্নীতির জন্য ১১ লক্ষ বাড়ি আটকে আছে।'

এছাড়াও রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের চাকরি প্রার্থীদের দেখা করতে যাওয়ার প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'দিল্লির লোকেরা জানে এখানে কি হচ্ছে। তাই নিয়ে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।'

পাশপাশি ক্লাবে দুর্গাপুজোর অনুদান প্রসঙ্গে শুভেন্দু অভিযোগ করে বলেন, 'প্রথমে দেওয়া ১৫ হাজার ক্লাবের মধ্যে ৭ হাজার ক্লাব ভুয়ো। ওই টাকা তৃণমূলের লোকেরা ঝেড়ে দিয়েছে। মালকিন ৭০ হাজার টাকা দিচ্ছে দেখে এখনকার লোকেরাও হাওড়ার ক্লাবদের অনুদান দিচ্ছেন। হিন্দুদের দুর্গাপুজোকে উনি সামাজিক উৎসবে পরিণত করতে চাইছেন। তাই ক্লাব প্রতিষ্ঠানে টাকা দিয়ে উনি কিনতে চাইছেন।' পাশপাশি দিল্লির কর্মসূচি প্রসঙ্গে শুভেন্দু খোঁচা দিয়ে বলেন, 'যন্তরমন্তরে আপনারা এপাং অপাং ঝপাং সারাদিন যা খুশি করুন। কিন্তু বাইরে এসে অসভ্যতা করলে সেখানে বিনীত গোয়েল, মনোজ মালব্য, প্রবীণ ত্রিপাঠী নেই। ওখানে দিল্লি পুলিশ আছে। আর দিল্লি পুলিশের লাঠি ৬ ফুট'।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, J. V. KRISHNA MURTHY alias JAYABALAN VIJAY KRISHNA MURTHY S/O Vijay Krishna Murthy resident of South Laskarpur, P.O.- Sonarpur, Kolkata-700153 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur dated 11.12.2019 that my actual and correct name is JAYABALAN VIJAY KRISHNA MURTHY but in my birth certificate, my name was recorded as J. V. KRISHNA MURTHY and it is recorded in my all official records. I shall be known as JAYABALAN VIJAY KRISHNA MURTHY in place of J. V. KRISHNA MURTHY. JAYABALAN VIJAY KRISHNA MURTHY & J. V. KRISHNA MURTHY is the same and one identical person.

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. **NIT No. 06/15th FC/2023-24.** Last date of submission **04.10.2023 up to 6pm.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২রা অক্টোবর, ১৪ ই আশ্বিন, তৃতীয়া তিথি, সোমবার। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : আজ দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্যও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে আগামীকাল সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধন প্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদ প্রাপ্তির প্রভৃত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতি উত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে দূর ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি- ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি বিশেষতঃ যারা ঔষধের ব্যবসা করেন। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আগামীকাল ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি ,ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন -পরিজন থেকেও না থাকার মতন।আজ একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ -বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। মাসি মেসো সম্পর্ক উন্নতি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বিদ্যার্থী দের শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : জটিলতা হতে পারে। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : হঠাৎ করে অর্থ ক্ষতি। সচেতন থাকা শুভ। আজ তর্ক বিতর্কে গেলে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : আজ ধৈর্য রাখলে,অতীব শুভ যোগ। পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। গোপন আলোচনা দ্বারা শুভ। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করে ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌড় বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ মহাত্মা গান্ধীর ভূমিষ্ঠ দিবস। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী র ভূমিষ্ঠ দিবস। স্বামী অভেদানন্দ র ভূমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

'১৪ মিনিট মিরাকেল' কর্মসূচি শুরু হল হাওড়াতে

হাওড়া-পাটনা বন্দে ভারতে সাফাই কাজ সম্পূর্ণ ১৪ মিনিটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মাত্র ১৪ মিনিটেই সাফাই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে এমনটাই জানিয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। পূর্ব ঘোষণা মতোই রবিবার দুপুরে পাটনা থেকে আসা বন্দে ভারতের সাফাই অভিযান হাওড়া স্টেশনে চালু হল।

রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের রেকের গুণগত পরিচ্ছন্নতার জন্য এটি একটি অনন্য ব্যবস্থা, যার পোশাকি নাম ১৪-মিনিট মিরাকেল। অনন্য স্কিমটি ১ অক্টোবর ২০২৩ রবিবার থেকে সারা দেশে একইসঙ্গে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানের অংশ হিসাবে পালন করা হচ্ছে।

রবিবার হাওড়া স্টেশনে পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত ১২২০ মিনিটে আসার পর, ট্রেনের সমস্ত যাত্রীদের নেমে যাওয়ার পরেই শুরু করা হয় ১৪-মিনিটের মিরাকেল কর্মসূচি। রবিবার হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর শাখার ডিআরএম কৃষ্ণ রাও চৌধুরী। তিনি বলেন, 'সারা দেশ জুড়ে এই প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা মসৃণ করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি তালিকার উপর ভিত্তি করে কাজ করা হচ্ছে। '১৪ মিনিটের অলৌকিক' পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম আরও বিশ্লেষণ এবং প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে নথিভুক্ত করা হবে। রেলের গৃহীত সর্বোত্তম অনুশীলনের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটি এক মাস পরে যাত্রীদের থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে আরও উন্নত করা হবে।

প্রতি দলে ৩ জন সাফাই কর্মী নিযুক্ত থাকবে। প্রতি কর্মী তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব বিষয়ে ওয়াকিবহাল রয়েছে। যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার পর এই কাজ শুরু হবে। ট্রেনের বাইরে যাত্রীদের ডিসপ্লে মেসেজের মাধ্যমে ট্রেনের সাফাই কাজ চলছে বলেও নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই ট্রেন পাটনা থেকে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ হয়েই এসেছে। তবু ট্রেনটি ৬ ঘণ্টা চলেছে। হাওড়া থেকে ফের ৩৪৫ মিনিটে যাত্রা করবে। এর মাঝে ট্রেনের সাফাই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে যাতে যাত্রীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ট্রেনে সফর করতে পারে। এতে তাদের সন্তুষ্টি বাড়বে। হাওড়া-পুরী বন্দে ভারতের ক্ষেত্রে এই সাফাই কাজ পুরীতে চলছে। এভাবে দেশের সব প্রান্তিক স্টেশনেই এই প্রকল্পের অধীনে রবিবার সাফাই কাজ চলছে।

১ ঘণ্টা শ্রমদানে অংশ নিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র রবিবার শালিমার স্টেশনে 'স্বচ্ছতার জন্য ১ ঘণ্টার শ্রমদান'-এর সূচনা করেন। অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার এ কে দুবে, এবং অন্যান্য বিভাগের প্রধানরা কর্মী এবং আধিকারিকরাও এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানের অংশ হিসাবে প্ল্যাটফর্ম, রেল ট্র্যাক এবং স্টেশন এলাকায় ব্যাপক পরিচ্ছন্ন রাখার অভিযানও হয়। এরই পশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দপ্তর, গার্ডেনরিচের ১০টি জায়গায় আধিকারিক ও কর্মীরা শ্রমদান করেন।

গান্ধি জয়ন্তীর প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে এই অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ১ অক্টোবর সকাল ১০ টায় সকল নাগরিককে সম্মিলিতভাবে স্বছতার জন্য ১ ঘণ্টা শ্রমদানের আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, তাঁর জন্মজয়ন্তীর প্রাক্কালে এটা হবে বাপুজির 'স্বচ্ছতাঞ্জলি'।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর এবং রাঁচি- এই চারটি বিভাগে 'স্বচ্ছতার জন্য ১ ঘণ্টার শ্রমদান'-এর আয়োজন করা হয়। এদিন ১৮২৯টি জায়গায় শ্রমদান করা হয় এবং মোট ২৯৩৬ জন আধিকারিক ও কর্মী এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন। পরিচ্ছন্নতা অভিযানের পাশাপাশি, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে নানা জায়গায় বৃক্ষরোপণকে ঘিরে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানেরও আয়োজন কর হয়।

ভারতীয় সংবাদপত্র সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলেন বিবেক গুপ্ত

কলকাতা: সানমার্গ হিন্দি দৈনিক গ্রুপের চেয়ারম্যান বিবেক গুপ্ত ২০২৩-২৪ সালের জন্য দ্য ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, গুপ্ত বহু বছর ধরে এই মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পূর্ব ভারতের একজন প্রতিনিধি হয়েছিলেন।ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যা ভারতে প্রেসের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাবে কাজ করে। এটি সারা দেশে দৈনিক সংবাদপত্র এবং পাক্ষিক/মাসিক সাময়িকীগুলির সার্কুলেশনের প্রমাণীকরণ সহ ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা এবং প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবেক গুপ্ত, আইএনএস-এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর, আগামী দিনের জন্য নিজের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি ভারতীয় সংবাদপত্র সোসাইটির সহ-সভাপতি হিসাবে সানমার্গ এবং পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গভীরভাবে সম্মানিত। এই নির্বাচন অগ্রগতির একটি প্রমাণ এবং আমাদের অঞ্চলের মিডিয়াকে মান্যতা প্রদানের একটি স্বীকৃতি।

বাগবাজারের হরনাথ হাইস্কুলের স্বচ্ছতার জন্য শ্রমদান উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: গান্ধিজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেশকে জঞ্জাল বা আবর্জনা মুক্ত করতে নির্মল ভারত অভিযানে অন্যতম কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে রবিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত স্বচ্ছতার জন্য শ্রমদান উদযাপন করল কলকাতার বাগবাজারের হরনাথ হাই স্কুলের পড়ুয়ারা। নেতৃত্বে ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদ্মশ্রী খেতাবে ভূষিত কাজি মাসুম আখতার ও অন্য সহকর্মীরা। বৃষ্টির প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে বৃক্ষ রোপণ, গান্ধিজিকে স্মরণ ও স্কুলসহ লাগোয়া অঞ্চলে সাফাই অভিযানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

দুয়ারে কর্মসূচির পরিষেবা চলবে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার দুয়ারে সরকার কর্মসূচির পরিষেবা দেওয়ার কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে পরিযায়ী শ্রমিক প্রকল্পে যারা নাম নথিভুক্ত করতে চাইছেন তাদের জন্য এই পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলবে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত। যেহেতু এই প্রকল্পটি নতুন, তাই নাম নথিভুক্তের সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। অন্যদের ক্ষেত্রে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন নেওয়া হয়েছে। নবান্ন থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার জন্য, ৮৯ লক্ষ ১১ হাজার ৪৬৮ টি আবেদন পত্র জমা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৭৬ লক্ষ ১৫৩৬ টি আবেদন পত্র অনুমোদিত হয়েছে অর্থাৎ ৯৯.৯৯ শতাংশই আবেদন পত্র পরিষেবা দেওয়ার জন্য গৃহীত হয়েছে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সারা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এ উপলক্ষে কলকাতার বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা মেট্রোরেলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান পালন করেন রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশন চত্বরে। সংঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি মেট্রো রেল কর্মীরা ঝাড়ু হাতে সাফাই অভিযানে অংশ নেন। এর পাশাপাশি বালিগঞ্জ রেলস্টেশনেও সঙ্গের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা সাফাই অভিযান চালান। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মনন্দ মহারাজ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে দেশ জুড়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চলছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের শাখা কেন্দ্রগুলিতেও স্বচ্ছ ভারত অভিযান পালন করা হয়।

অ্যাসিড আক্রান্ত বিজেপি কর্মী, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, চণ্ডীতলা: শুক্রবার রাত্রিবেলা দুষ্কৃতীদের ছোড়া অ্যাসিডে আক্রান্ত হন বিজেপি কর্মী শাকিলা বেগম। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চণ্ডীতলা থানার ভগবতীপুর মাঝেরহাট এলাকায়। প্রথমে তাঁকে ভর্তি করা হয় চণ্ডীতলা আইয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

শাকিলা বেগমের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকেই তাঁর ওপর একের পর এক হামলা হচ্ছে। বিজেপি করার জন্যই তাঁকে বারবার আঘাত করা হচ্ছে। কয়েক দিন আগেও তাঁর বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। অভিযোগ, এরপর পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশের সামনেই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। এরপর শুক্রবার সকাল থেকে দফায় দফায় তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। শুধু তাই নয়, তাঁকে লক্ষ্য করে অ্যাসিডও ছোড়া হয়।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এলাকার তৃণমূল নেতা তথা চণ্ডিতলা এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মলয় খাঁ বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনীতি নেই। এটা সম্পূর্ণ পারিবারিক একটি সমস্যা। এই পারিবারিক সমস্যা দীর্ঘ দিনের। পুরো বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিকের আসন্ন টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘিরে যাতে কোনও বিতর্ক সৃষ্টি না হয়, তাই আগেভাগেই পদক্ষেপ নিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। টেস্ট পরীক্ষায় এমন কোন প্রশ্ন দেওয়া যাবেনা যাতে বোর্ডের বা রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। স্কুলগুলিকে এই মর্মে সতর্ক করে চিঠি পাঠানো হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে। পর্ষদের দেওয়া চিঠিতে স্কুল গুলোকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে নির্ধারিত সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন করা যাবে না। অন্যথা হলেই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। পাশাপাশি বাইরের কোনও সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে কোনও পরীক্ষা নেওয়া যাবেনা। পর্ষদের নির্দেশিকা মেনেই পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাহাড়ে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ চন্দননগরের রাজীব বিশ্বাস

বনস্পতি দে ● হুগলি

উত্তরাখণ্ডের মদমহেশ্বরে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ চন্দননগরের অভিযাত্রী রাজীব বিশ্বাস। দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন পরিবার।

জানা গিয়েছে, গত ১৯ সেপ্টেম্বর ১১ জনের একটি ট্রেকিং দল হাওড়া থেকে উপাসনা এক্সপ্রেস ধরে উত্তরাখণ্ড রওনা দেন। সেই দলের মধ্যে ছিলেন চন্দননগর সুভাষ পল্লির রাজীব বিশ্বাসও (৫৩)। তাঁদের গন্তব্য ছিল মদমহেশ্বর। গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাশি থেকে ট্রেক শুরু করে মদমহেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে একজনের পায়ে ব্যথা হওয়ায় তাঁরই সঙ্গে থেকে যান রাজীববাবু। বাকিরা বেস ক্যাম্পে নেমে আসেন।

পরদিন নীচে নামার সময় নতুন রুট ধরেন রাজীববাবু। তাঁর সঙ্গে থাকা বাকি অভিযাত্রীরা জানিয়েছেন, ওই রাস্তা দিয়ে শর্টকাটে নীচে নামা যায়। রাজীবের সঙ্গে থাকা অভিযাত্রীরা পুরনো রুটে নেমে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু রাজীবের দেখা মেলেনি। পরে রাশিতে ফিরে এসে অন্যদের খবর দেন। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। স্থানীয় উখিমঠ থানায় যোগাযোগ করেন বাকিরা। পুলিশ রেসকিউ টিম নিয়ে খোঁজ শুরু করে। জানা গিয়েছে, রাজীববাবুর ফোন বন্ধ রয়েছে। শনিবারও জারি রয়েছে তল্লাশি অভিযান। ড্রোন দিয়ে খোঁজ করা হচ্ছে তাঁর।

চন্দননগরে রাজীববাবু বাড়িতে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী মেয়ে। স্ত্রী রানু বিশ্বাস বলেন, '২৬ তারিখ শেষ ফোনে কথা হয় ওর সঙ্গে। বলেছিল ওপরে উঠলে আর ফোনে টাওয়ার থাকবে না। তাই কথা বলা যাবে না।'

সম্প্রতি মুম্বইতে জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে এক জমকালো অনুষ্ঠানে 'জেম অ্যান্ড জুয়েলারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'র তরফ থেকে ভারতবর্ষের সেরা ৩০ জুয়েলার্সদের সম্মানিত করা হয়। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের হাতেও ভারতবর্ষের অন্যতম জুয়েলার্সের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহা এবং অর্পিতা সাহা পুরস্কার গ্রহণের জন্য মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২ অক্টোবর ১৩ আশ্বিন, ১৪৩০, সোমবার

ডেঙ্গুর গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় কপালে চিন্তার ভাঁজ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধাননগরে ডেঙ্গুর গ্রাফ ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রের খবর, গত বছর বিধাননগরে সব মিলিয়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ১৫৬০ জন। সেখানে চলতি বছরের গোড়া থেকে বৃহস্পতিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, শনিবার পর্যন্ত ডেঙ্গুর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ২১৯৯ জনের, মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। গত বছর এই সময় পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৯৯৮।

অর্থাৎ, এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট গতবারের চেয়ে বিধাননগরে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা এবার এখনও পর্যন্ত দ্বিগুণেরও বেশি। শুধু তাই নয়, রাজ্যের মধ্যে পজিটিভিটি রেট বর্তমানে সব চেয়ে বেশি এই বিধাননগর পুর এলাকায়। ২৪.৭৮ শতাংশ। চলতি সপ্তাহেও আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬৯ জন।

বছর	আক্রান্তের সংখ্যা
২০১৯-	১৩৬,
২০২০-	২৪৫,
২০২১-	৩৬৫,
২০২২-	৯৯৮,
২০২৩-	২১৯৯

এই পরিসংখ্যান সামনে আসতেই কপালে ভাঁজ স্বাস্থ্য ভবনের কর্তাদের। এরপরই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে বিধাননগর পুরনিগমকে আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত বাড়তি নজরদারি রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী জানান, 'বিধাননগর পুরনিগমকে সর্তক করা হয়েছে। রোগের প্রকোপ কমাতে যা যা করণীয়, তার সবই করতে বলা হয়েছে।'

এদিকে বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) বাণীব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন, 'রোগের প্রকোপ এবার গত বারের চেয়ে বেশি।'

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এখনও যে ভাবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়ে চলেছে, তাতে ডেঙ্গুর প্রকোপ আরও বাড়বে।

এই অবস্থায় বাড়ি-বাড়ি, ফাঁকা জায়গায় নজরদারির পাশাপাশি, পুজোর নির্মীয়মাণ মণ্ডপগুলোয় বাড়তি নজর দেওয়া জরুরি। কারণ, মণ্ডপে এখন যেমন জল জমার আশঙ্কা রয়েছে, তেমনই খুঁটি পোঁতার জন্য গর্ত খোঁড়ার পর সেখানে রয়েছে জল জমার আশঙ্কা। পতঙ্গবিদদের বক্তব্য, এখন থেকেই ডেঙ্গু মোকাবিলায় প্রশাসনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা উচিত পুজো কমিটিগুলোরও। এই প্রসঙ্গে শনিবারই পুরনিগমের তরফে বিধাননগরের সব বড় পুজো উদ্যোক্তাদের চিঠি দিয়ে ডেঙ্গুর বিষয়ে সতর্ক করা হয়। একইসঙ্গে ক্লাবগুলোকেও নভেম্বর মাস পর্যন্ত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রচার চালানোর আর্জি জানিয়েছে বিধাননগর পুরনিগম।

রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা-না করেই ৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের তুঙ্গে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। ফের রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল। এবার আরও

ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তবে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য পদে বিজেপি ঘনিষ্ঠদেরই বসানো হয়েছে বলে গুঞ্জন। রাজভবনের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হলেন অচিন্ত্য সাহা। মহাত্মা গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হলেন বি বি পারিদা। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বতী উপাচার্য নিখিলচন্দ্র রায়। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য পদে রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য দিলীপ মাইতি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে সিএম রবীন্দ্রন।

বিজেপি ঘনিষ্ঠতার গুঞ্জন উঠে আসার বিস্তর কারণ রয়েছে বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলের। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

পদে সিএম রবীন্দ্রন একজন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা। অগস্টেই সিএম রবীনদ্রনকে কর্মযোগী পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন রাজ্যপাল। এর আগে আলিয়াতেও কেরালা থেকে এক প্রাক্তন পুলিশ কর্তাকে উপাচার্য পদে বসানো হয়েছিল। ফলে এই নিয়েই বহুল প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। এক পূর্বেও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল। তাঁর একতরফা সিদ্ধান্তে্র বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে রাজ্য। সেই মামলায় শীর্ষ আদালত জানায়, রাজ্যপাল আচার্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের নিয়োগ কর্তা। কিন্তু রাজ্যপাল উপাচার্যদের নির্বাচন কর্তা নন। এ ব্যাপারে তাঁর কোনও পারদর্শিতা নেই। এরপরেই সার্চ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনায় বসার পরামর্শ দেয় শীর্ষ আদালত। একাধিকবার এরপর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আলোচনায় বসার কথা বলেন। তবে এই আবহে রাজ্যকে এড়িয়ে ফের উপাচার্য নিয়োগ রাজ্যপালের। ফলে এই ঘটনা আগুনে ঘৃতাহুতি বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

এলিয়ট রোডের অগ্নিকাণ্ডে এক গুচ্ছ প্রশ্নের সামনে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার মাঝরাতে আগুন লাগে ১২বি এলিয়ট রোডে। সেখানে কোনওটাতে অফিস আবার কোনওটা ব্যবহৃত হয় গুদাম হিসেবে। শুধু তাই নয়, এই ১২ বি এলিয়ট রোডে রয়েছে গেস্ট হাউস থেকে বসতবাড়িও। তবে শনিবারের রাতের এই ভয়াবহ আগুন কিন্তু বেশ কিছু প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল প্রশাসনকে। এদিনের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গুদাম থাকার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, ফায়ার সেফটি লাইসেন্স ছিল কি না তা নিয়েও। এমনকী, নিজস্ব অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কি না তা নিয়েও শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় দাহ্য বস্তুর সামগ্রীতে ঠাসা গুদাম কী ভাবে তৈরি হল তা নিয়েও জোর জল্পনা শুরু হয় সব মহলেই।

তবে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্তে নেমেছেন দমকল আধিকারিকরা। একইসঙ্গে সূত্রে এ খবরও মিলছে, কীভাবে আগুন লাগল তা জানতে হবে ফরেন্সিক পরীক্ষাও।

প্রসঙ্গত, শনিবার রাত ১২টা নাগাদ আগুন লাগে ১২ বি এলিয়ট রোডে। এরপর ১৫টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় মধ্যরাত নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। রবিবার সকালেও তিনটি ইঞ্জিন কুলিং প্রসেসর কাজ করে। এদিকে শনিবার রাতেই ঘটনাস্থলে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তবে, সূত্রের খবর, এই আগুন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বেগ পেতে হয়েছে দমকল কর্মীদের। একটাই প্রবেশপথ। ভিতরের অংশ পরিসরে ছোট। তার উপর ভিতরে ছোট ছোট ঘর করে গুদাম। তাই আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে ছাদ ভেঙে পাশের বাড়ির ওপর থেকে জল দিতে হয়েছে দমকল কর্মীদের।

কাগজের তৈরি সামগ্রী, ফিনাইল, সুগন্ধির মতো সামগ্রী থাকার কারণে পুরো অংশ কালো ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। যার জেরেও বেগ পেতে হয়েছিল দমকল কর্মীদের। দমকল আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁদের প্রথম লক্ষ্য ছিল গুদামের ভিতরেই আগুন অ্যারেস্ট করে রাখা।

মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির জন্মজয়ন্তীর আগের দিন পয়লা অক্টোবর দেশবাসীকে স্বচ্ছতার জন্য একঘণ্টা শ্রমদানের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য, আবর্জনা মুক্ত ভারত গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রী সেই ডাকে সাড়া দিয়ে রবিবার নৈহাটি স্টেশনে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচি পালন করল নৈহাটি স্টেশন কর্তৃপক্ষ। এদিন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রতীকী গান্ধিজিকে সঙ্গে নিয়ে স্বচ্ছতার সচেতনতায় র‍্যালি করা হয়। পাশাপাশি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলোতে ঝাড়ু হাতে স্বচ্ছতা অভিযান করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার নৈহাটি ড জয়শ্রী ফৌজদার, নৈহাটির স্টেশন ম্যানেজার তপন কুমার দাস, রেল

অধিকারিক, আরপিএফ-সহ সামাজিক সংগঠনের সদস্যরাও। ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার জয়শ্রী ফৌজদার বলেন, গান্ধিজির আদর্শ মেনে স্বচ্ছতার সচেতনতা বাড়াতে তাদের এই উদ্যোগ। অপরদিকে স্টেশন ম্যানেজার তপন কুমার দাস বলেন, স্বচ্ছতা জীবনের অঙ্গ।

গান্ধি জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশ জুড়ে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচি চলবে। এদিন নৈহাটি স্টেশনে স্বচ্ছতা অভিযান পালন করা হল।

গান্ধিজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে ময়দানে গান্ধি স্ট্যাচু রং করা হচ্ছে। ছবি- অদিতি সাহা

তৃণমূলের পাশাপাশি দিল্লি মিশনে প্রাথমিক নিয়োগ প্রার্থীরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলের পথেই এবার দিল্লি মিশন চাকরি প্রার্থীদের। একদিকে যখন কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ করতে দিল্লি যাচ্ছে তৃণমূল, ঠিক সেই সময় রাজ্যের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে সরব চাকরি প্রার্থীরা। আপাতত সূত্র মারফৎ খবর মিলেছে, কেন্দ্রের দ্বারস্থ হবেন প্রাথমিক নিয়োগ প্রার্থীরা।

সঙ্গে এ খবরও মিলেছে, রবিবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ২০০৯-এর দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রাথমিকে শিক্ষক পদে চাকরি প্রার্থীরা। রবিবার সকাল ৮টা ১৫ নাগাদ পূর্বা এক্সপ্রেসে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাঁদের অভিযোগ, সমস্ত বিষয়ে পাশ করার পরও তাঁদের নিয়োগ দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। সেই কারণে সোমবার তাঁরা দিল্লি যন্তর মন্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাবেন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তরেও চাকরির দাবিতে ডেপুটেশন জমা দেবেন তাঁরা।

চাকরি প্রার্থীর অভিযোগ, বারংবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও দেখা করতে পারেননি। এমনকী, তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন- কমান্ড তথা সাংদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা হয়নি।

তাই দিল্লিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধরনা মঞ্চেও যাবেন বলে জানিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

প্রসঙ্গত, দিল্লি অভিযানের ডাক দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২ অক্টোবর ও ৩ অক্টোবর দিল্লিতে মহা-কর্মসূচি। 'একশো দিনের কাজে' টাকার ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে এ রাজ্যের শাসকদল। যন্তর মন্তরের সামনে সভা করবেন তাঁরা। এদিকে, তৃণমূলের এই কর্মসূচির মধ্যেই চাকরি প্রার্থীদেরও দিল্লিতে রওনা দেওয়ায় জল্পনা শুরু হয়েছে বঙ্গের রাজনৈতিক মহলে। তবে এমন ঘটনা যে এই প্রথম ঘটছে তা নয়।

এর আগে এপ্রিল মাস নাগাদ দিল্লিতে গিয়েছিল সরকারি যৌথ মঞ্চ। রাজ্য সরকার ডিএ দিচ্ছে না। এই অভিযোগ তুলে দিল্লি গিয়েছিল সরকারি কর্মচারিদের সংগঠন। তাদের পর এবার রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন চাকরি প্রার্থীরা।

ডেঙ্গু প্রাণ কাড়ল দক্ষিণ দমদমের তরুণীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: ফের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক তরুণীর। মৃত তরুণীর নাম সমাপ্তি মল্লিক। বছর কুড়ির সমাপ্তির বাড়ি দক্ষিণ দমদম পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বেশ কয়েকদিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নাগের বাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সমাপ্তি। পরবর্তীতে রক্ত পরীক্ষা করালে ডেঙ্গু পজিটিভ রিপোর্ট আসে। এরপরেই তার ডেঙ্গুর চিকিৎসা চলছিল ওই বেসরকারি হাসপাতালে। এরপর শনিবার রাতে হঠাৎ-ই অবস্থার অবনতি হতেই আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সমাপ্তিকে। সেখানেই গভীর রাতে তার মৃত্যু হয় তাঁর। একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় পুজোর আগে ভয় ধরাচ্ছে ডেঙ্গু। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসছে।

আর তাতেই আতঙ্কিত আমজনতা। পরিসংখ্যান বলছে, সমাপ্তির মৃত্যুতে দক্ষিণ দমদমে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল ৭। যার ফলে ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন। এদিকে শুধু ডেঙ্গ নয়, বর্ষাকাল এলেই প্রকোপ বাড়ছে ম্যালেরিয়ারও। পাশাপাশি নানা ধরনের রোগও বাড়ে। কারণ, বিভিন্ন জায়গায় জল ও ময়লা জমে থাকার জন্যই ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাল সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

সমাজের পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ মনের পরিশুদ্ধতা, বার্তা সিকদার বাগান সর্বজনীনের

শুভাশিস বিশ্বাস

সমাজে হানাহানি আর প্রতারণার ঘটনা যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আর এই প্রতারণার ঘটনা সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন ধর্মীয় ভেকধারী বেশ কিছু মানুষও। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা বিপথে চালিত করছেন সাধারণ মানুষকে। এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় মনকে শুদ্ধ রাখার। কারণ, মানসিক অবস্থা শুদ্ধ থাকলে সেখানে প্রতারণা বা হানাহানির স্থান মেলে না। আর এই চিন্তা ভাবনাকে মাথায় রেখেই ২০২৩-এর দুর্গাপুজোয় সিকদার বাগান সর্বজনীনের থিম বাছা হয়েছে 'শুদ্ধ সূচি'।

থিম প্রসঙ্গে সিকদার বাগান সর্বজনীনের থিম শিল্পী পাপাই সাঁতরা জানান, প্রথাগত ভাবে আমরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার আগে আমরা আমাদের দেহ শুদ্ধি করি গঙ্গাজলের মাধ্যমে। আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন। দেহ শুদ্ধি হলেও চিত্ত বা মন আদৌ শুদ্ধ হয় কী না তা নিয়ে রয়েছে এক বিরাট ধন্দ। অথচ কোনও পুজো বা শুভ অনুষ্ঠানে সাধারণত কোনও দেবতাকে স্মরণ করাই আমাদের প্রথা। সেখানে মন-ই যদি শুদ্ধ না থাকে তবে সেই অনুষ্ঠান বা পুজোর মূল উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, দেবতার কাছে নিজের সমর্পণ করার আগে দরকার পরিশুদ্ধ মনের। এই মন পরিশুদ্ধ কী ভাবে রাখা সম্ভব সেটাই জানা যাবে সিকদার বাগানের পুজো মণ্ডপে পা রাখলেই। কারণ, থিম 'শুদ্ধ সূচি'তে পুজো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে বইয়ের সূচিপত্রের মতোই মন শুদ্ধ রাখারও এক সূচিপত্র। আর এই অন্তর শুদ্ধির মধ্যে অধ্যায়ের মতো রাখা হয়েছে মূলত মন, বুদ্ধি ও আত্মাকে। কারণ, মন শুদ্ধ হয় সত্যের দ্বারা। বুদ্ধি শুদ্ধ হয় সঠিক জ্ঞানের দ্বারা এবং সর্বোপরি আত্মার শুদ্ধি ঘটে ধ্যান এবং পূজার্চনার মাধ্যমে। এর সঙ্গে তুলে ধরা হচ্ছে দেহ শুদ্ধির কথাও। পাশাপাশি শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে পদ্মকে। পদ্মকে শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে কেনই বা বেছে নেওয়া হল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তুলে ধরেন দুর্গাপুজোর কথাই। কারণ, দুর্গাপুজোতে পদ্ম একটি আবশ্যিক অঙ্গ। অথচ এই পদ্মের জন্ম কিন্তু পাঁকে। পাঁকে জন্ম নিলেও পদ্ম শুদ্ধতার প্রতীক। আর এরই মধ্য দিয়ে যে বার্তা থিম শিল্পী দিতে চেয়েছেন তা হল, নানা ধরনের অসমাজিক ঘটনায় আজ সমাজ পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। সেই পাঁকের মধ্যে থেকেও পদ্মের মতো শুদ্ধতা বজায় রাখাই লক্ষ্য হওয়া উচিত সকলের। সামগ্রিক এই ভাবনাকে পুজো মণ্ডপে পাঁচটি ভাগে তুলে ধরা হচ্ছে বলেও জানান পুজো উদ্যক্তোরা। এই থিমকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে তার সঙ্গে

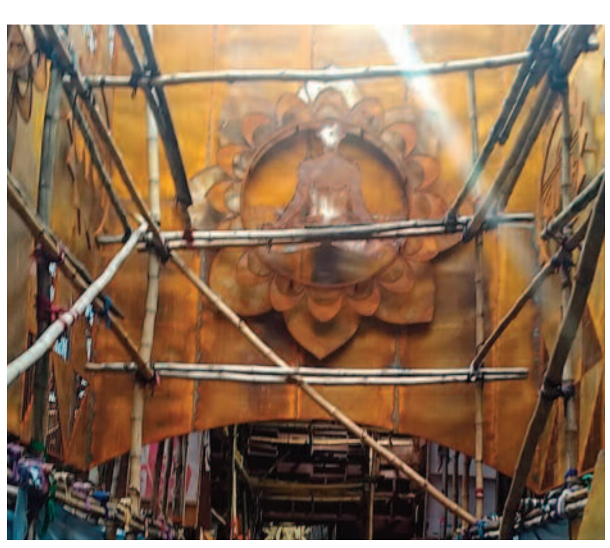

থাকছে আবহসংগীত। এছাড়াও পুরো থিমটিকে যেখানে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেখানে আলো আর প্রযুক্তির মাধ্যমে দেখানো হবে দেবীর আরতিকেও। তুলে ধরা হবে পুজোর বিশেষ অঙ্গ হিসেবে প্রদীপ এবং শাঁখের ব্যবহার। পুজো মণ্ডপে এই সমগ্র আবহ সৃষ্টির দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী দেবজ্যোতি বোস।

এরই পাশাপাশি সিকদার বাগানের পুজো উদ্যোক্তারা জানান, মণ্ডপ তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব উপকরণ। এবারের এই প্যান্ডেল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে লোহা, বই, খবরের কাগজ, আয়নার মতো জিনিস। প্যান্ডেলের একটা বড় অংশ দাঁড়িয়ে রয়েছে লোহার ফ্রেমের ওপর। একইসঙ্গে পুজোর উদ্যোক্তারা জানান, এবার মাতৃপ্রতিমা নির্মাণ করছেন সনাতন পাল। একেবারে সনাতনী ধাঁচেই তৈরি হচ্ছে মাতৃপ্রতিমা তবে সাযুজ্য রাখা হচ্ছে থিমের সঙ্গেও।

এখানে সিকদার বাগান সর্বজনীন সম্পর্কে একটা কথা না বললেই নয়, তা হল ১৯১৩ সালে উত্তর কলকাতায় প্রথম বারোয়ারি পুজো এই পুজোর শুরু। পল্লিবাসী মেয়েদের অন্যত্র পুজো দেখতে যাওয়ার অসুবিধার কারণেই টাউন স্কুলের বিপরীত গলিতে অনুষ্ঠিত এই পুজোর সূচনা হয়। কলকাতায় বারোয়ারি দুর্গাপুজো প্রবর্তনের প্রথম যুগে যেহেতু বারোয়ারি পুজোমণ্ডপ বেশি ছিল না, তাই তৎকালীন সময়ে এই পুজোর গুরুত্বও ছিল খুব বেশি।

এরপর ধীরে ধীরে বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকেই বাড়ির পুজোগুলির রমরমা কমতে থাকে, পাশাপাশি বারোয়ারি পুজো আস্তে আস্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই সূচনালগ্নে পুজোগুলি বারোয়ারি অর্থাৎ কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সাধারণ মানুষের বহুল যোগদানের কারণেই পরবর্তী কালে এগুলো সর্বজনীন পুজোতে পরিণত হয়। তার থেকে বাদ পড়েনি সিকদার বাগানের এই পুজোও। আর এই প্রসঙ্গেই পুজো উদ্যোক্তারা জানালেন এবার সিকদার বাগানের এই পুজো পা রাখল ১১১ বছরে। এদিকে সিকদার বাগানে গত বেশ কয়েক বছর ধরে যে ভাবে মানুষের ঢল নেমেছে তাতে পুজো উদ্যোক্তাদের ইচ্ছে মহালয়ার দিনই সর্বসাধারণের জন্য মণ্ডপ খুলে দেওয়ার। এদিকে পুজোর চারটে দিনের মধ্যে নবমীর দিন পুজো উদ্যোক্তারা ব্যবস্থা রাখছেন মহাভোগের। যেখানে দর্শনার্থীদের সঙ্গে খিচুড়ি ভোগ পৌঁছে যাবে এলাকার প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে। সঙ্গে এ বার্তাও দিলেন, প্রতিবারের মতোই এবারও পুজোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র আচার অনুষ্ঠান পালিত হবে শুধু দৈহিক পরিশুদ্ধতার মধ্য দিয়ে নয়, সঙ্গে থাকবে মানসিক পরিশুদ্ধতাও।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান, নিজাম প্যালেসে ঝাঁটা হাতে সিআরপিএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা-সহ মোট দশ জেলায় সিআরপিএফের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকরা যোগ দিলেন স্বচ্ছ ভারত অভিযানে। রবিবার ঝাড়ু হাতে এবার আবর্জনার স্তূপ সরাতে কোমর বেঁধে নামতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের। রাজ্যে যখন ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ তখনই নিজাম প্যালেসে পরিষ্কার করতে দেখা যায় সিআরপিএফকে। তবে তাঁদের তরফ থেকে জানানো হয়, এটির সঙ্গে ডেঙ্গুর মশা নিধনের কোনও সম্পর্ক নেই। আদতে এটি স্বচ্ছ ভারত মিশন।

এদিকে রবিবার গোটা দেশে পালিত হয় এই স্বচ্ছ ভারত অভিযান। কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফের পক্ষ থেকে নিজাম প্যালেসের স্বচ্ছতা অভিযানে নামেন তাঁরা। এই অভিযানের অঙ্গ স্বরূপ প্লাস্টিক, গাছের ডাল পালা-সহ বিভিন্ন আবর্জনা পরিষ্কারও করেন।

এই প্রসঙ্গে সিআরপিএফের পক্ষ থেকে এও জানানো হয়, পশ্চিমবঙ্গের মোট দশটি জায়গায় এই স্বচ্ছ ভারত অভিযান করা হচ্ছে।

কলকাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ বিভিন্ন জেলাতেও চলে এদিনের স্বচ্ছ ভারত অভিযান। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঝাঁটা হাতে আবর্জনা পরিষ্কার করতে, কোদাল দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে, প্লাস্টিকের আবর্জনা স্তূপ সরাতে দেখা যায়। সঙ্গে আগাছাও পরিষ্কার করেন তাঁরা।

এই স্বচ্ছ ভারত অভিযান দেশের প্রধানমন্ত্রীর একটি বিশেষ উদ্যোগ। আর যে উদ্যোগে এবার সাড়া দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সিআরপিএফ। রবিবার সকালে সিআরপিএফের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকরা কলকাতা, বীরভূম, পুরুলিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং-সহ মোট দশটি জায়গায় এই স্বচ্ছ ভারত অভিযান করেন। নিজাম প্যালেসে এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সিআরপিএফের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন উচ্চ পদস্থ কর্তারাও। সঙ্গে সিআরপিএফের জওয়ানরাও ছিলেন।

সম্পাদকীয়

ঋণ খেলাপির বৃত্তান্ত

মোদি জমানায় ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক তাদের ঋণের খাতা থেকে ১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকার হিসেব মুছে ফেলেছে। এর মধ্যে উদ্ধার হয়েছে মাত্র ২ লক্ষ ৪ হাজার কোটি টাকা। বাকি টাকা আর কোনও দিন ফেরত পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মনমোহন সিংয়ের জমানায় এভাবে মুছে ফেলা (রাইট অফ) অর্থের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা। এই তথ্য দিয়ে মমতা সরকারের অর্থদপ্তরের প্রধান মুখ্য উপদেষ্টা অমিত মিত্রের দাবি, মোদি জমানায় ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার কোটি টাকা। এই তালিকার শীর্ষে থাকা ৫০ জন ঋণ নিয়ে ফেরত দেয়নি ৮৭ হাজার ২৯৫ কোটি টাকা। এই ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপির হার গত দু'বছরে বেড়েছে সাড়ে ৩৮ শতাংশ। প্রশ্ন হল, ভোটের আগে গরিবের গ্যারান্টার সাজতে যিনি মরিয়া, সেই প্রধানমন্ত্রী মোদির জমানাতেই ঋণ খেলাপির সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েছে। আর অনাদায়ী ঋণের পরিমাণে বাড়ার কারণে ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক হালও সঙ্গীন হয়েছে। মোদি সরকারের কর্পোরেট তোষণ নীতির মাশুল দিতে হচ্ছে আম জনতাকে। ঋণ খেলাপিদের কেউ কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়েও গিয়েছে। এদের কেশাগ্র স্পর্শ করেনি কেন্দ্রের সরকার। সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ এভাবে লোপাট হয়ে গেলেও কেন্দ্র থেকেছে নীরব দর্শকের ভূমিকায়! উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ নয়ছয়ের শীর্ষে রয়েছে মেহুল চোকসির সংস্থা। এই কীর্তিমান দীর্ঘদিন বিদেশে। তাঁর সংস্থার কাছে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য ৮৭৩৮ কোটি টাকা। তালিকায় আরও অনেকে আছে। মজার বিষয় হল, এই ধরনের ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার গাইড লাইনও রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। কিন্তু সব কি আদৌ মানা হয় বা হচ্ছে? ফলে ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে কিছু মানুষ বা সংস্থা দিব্যি পার পেয়ে যাচ্ছে! কারণ তাদের মাথায় হয়তো 'রাষ্ট্রগুরুর' হাত রয়েছে। সঙ্গত কারণেই তাই অমিতবাবু বলেছেন, এত অনুৎপাদক সম্পদ উদ্ধার হওয়ার বদলে উধাও হওয়ায় ব্যাঙ্কের লোকসান হচ্ছে। সেই বোঝা আখেরে বইতে হচ্ছে আম জনতাকে। এর পিছনে কি রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ ঋণ দেওয়ার নীতি, নাকি ব্যাঙ্কের উপর চাপ? ২০৪৭ সালে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার স্বপ্ন যিনি দেখাচ্ছেন তাঁর জমানাতেই ঋণ খেলাপিদের বাড়বাড়ন্ত। ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি হওয়ার স্বপ্নও এখন পিছনের সারিতে। মোদি জমানায় দেশের বাণিজ্য ঘাটতি বিপুলভাবে বেড়েছে, বৈদেশিক ঋণ আকাশ ছুঁয়েছে। এই ত্র্যহস্পর্শে আশঙ্কার ঘনঘটার মধ্যে পরিকল্পিতভাবেই গেরুয়াবাহিনী শোনাচ্ছে 'উচ্চাশা'র কথা! কারণ 'অমৃতকাল' চলছে! অমৃতের ফল ভোগ করছে মুষ্টিমেয় কিছু ঋণ খেলাপি কর্পোরেট। আম জনতার জন্য পড়ে থাকছে গরলটুকুই।

শাশ্বত কথা

গুপ্ত যোগী ও ব্যক্ত যোগী

ভক্ত কিংবা জ্ঞানীর ভাব বাইরে থেকে বোঝা বড় কঠিন হয়ে থাকে। যেমন হাতির দু-রকমের দাঁত দেখা যায়-বাইরের দাঁত কেবল দেখাবার,তার দ্বারা খাওয়া চলে না, আর এক রকম দাঁত মুখের ভেতরে আছে, তার দ্বারা খেয়ে থাকে। তেমনি অনেক সময় সাধকেরা আপনার ভাব গোপন রেখে অন্য রকম দেখান। যোগী দুই প্রকার -গুপ্ত যোগী ও ব্যক্ত যোগী। গুপ্ত যোগী যাঁরা, তাঁরা গোপনে ভগবানের সাধন ভজন করে থাকেন, লোককে আদপেও জানতে দেন না। আর ব্যক্ত যোগী যাঁরা, তাঁরা বাহ্যিক যোগদণ্ড ইত্যাদি ধারণ করে লোকের সঙ্গে ঐ সব প্রসঙ্গই করে থাকেন।

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

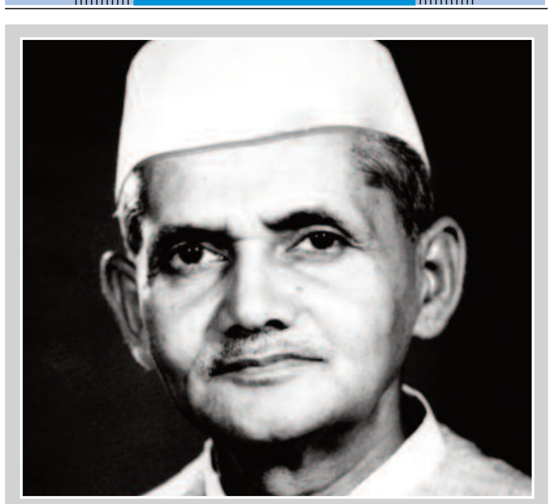

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

১৯০৪ ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন।
১৯৪২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী আশা পারেখের জন্মদিন।
১৯৭৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

বাপু মানেই ভারতবাসীর আবেগ, জন-স্ফুরণ এবং অহিংসার দীক্ষা

প্রদীপ মারিক

আজ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ

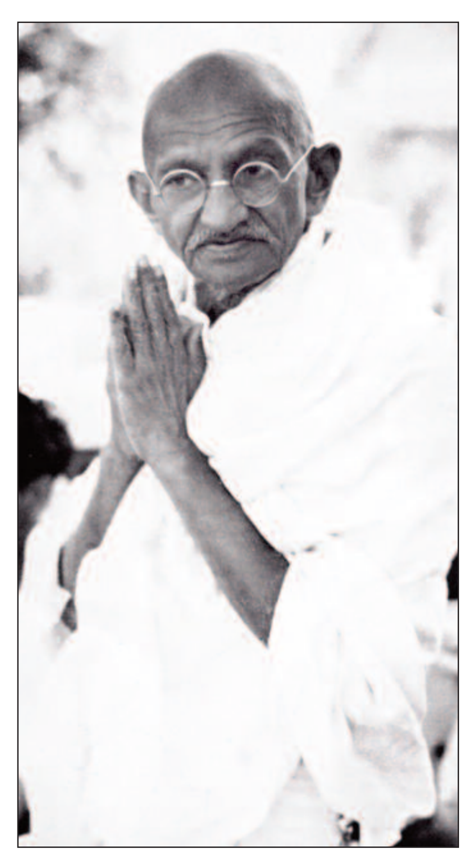

১৯৪৭ সালের ১৩ অগস্ট গান্ধীজি এসে উঠেছিলেন বেলেঘাটার ঘিঞ্জি গলির 'গায়দরি ম্যানসন' বাড়িতে স্বাধীনতার প্রাকমুহূর্তে গোটা শহর তখন উত্তাল দেশভাগের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত বেলেঘাটার এই পাড়ায় গান্ধীজির আসার উদ্দেশ্য ছিল সেই দাঙ্গার উত্তেজনা প্রশমন কিন্তু রক্তপাত থামাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত অনশন শুরু করেন জাতির জনক তার সেই অনশনে শেষ পর্যন্ত শান্তি ফেরে ৪ সেপ্টেম্বর, দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে অনশন ভঙ্গ করেন গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির টালমাটাল সময়ে দিল্লি থেকে কলিকাতায় বেলেঘাটার এই বাড়িতেই টানা ২৫ দিন কাটিয়েছিলেন গান্ধীজি রোজই মানুষ মারার খবর আসছে মহানগরের অলিগলি থেকে। ১৫ অগস্ট যত কাছে আসছে, সাম্প্রদায়িক অশান্তির অতলে যেন তলিয়ে যাচ্ছে কলকাতা। ঠিক সেই সময়ই হাজির মহাত্মা গান্ধী। সাম্প্রদায়িক হিংসা বিধ্বস্ত নোয়াখালি যাওয়ার আগে দু'দিন কলকাতায় থাকবেন বলে মনস্থির করেছিলেন গান্ধীজি। কিন্তু এখানে এসে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে মর্মাহত হন মহাত্মা। সোদপুর আশ্রমে বসেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, আরও কয়েকদিন কলকাতাতেই থাকতে হবে। সৌহার্দের বাতাবরণ যতদিন না তৈরি হচ্ছে, ততদিন থেকে যাওয়ার পণ নিলেন গান্ধীজি। মহাত্মার এই সিদ্ধান্ত ভাবিয়ে তুলল দাঙ্গাবাজদের। দেশভাগের জল্পনা শুরু হতেই এই বাংলায় যে সাম্প্রদায়িক হিংসার বীজ বপন করা হয়েছিল, তা মহীরুহের আকার ধারণ করে সাতচল্লিশের জুলাই-অগস্টের শুরু থেকে। এক দিকে দেশ স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে, অন্যদিকে সেই দেশের শরীর দ্বিখণ্ডিত হয়ে রক্তাক্ত হচ্ছে। এমন ক্ষণে মহানগরের বুকে লাঠি হাতে হেঁটে বেড়ালেন গান্ধীজি। ১০ অগস্ট গান্ধীজি ঠিক করলেন কলকাতা শহর সরেজমিনে দেখবেন। বিশেষ করে হিংসাপ্রবণ এলাকায় যাবেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেদিনই কলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র সইদ মহম্মদ ওসমানের নেতৃত্বে একটি দল গান্ধীজির কাছে আসে। তাকে স্মরকলিপি দিয়ে অনুরোধ করে, তিনি যেন নোয়াখালি যাওয়ার আগে কলকাতার কয়েকটি উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। ১৯৪৭ সালের ১২ই আগস্ট, স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই গান্ধী ভবনে আসেন। ২০০ বছরের পরাধীনতার অবসানের দিন, ১৫ই আগস্ট, যখন দিল্লিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে তখন বাংলায় চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই সময় এই স্থান থেকেই গান্ধীজি সত্যাগ্রহ করেছিলেন। ১৯৪৭-এর অগস্ট মাস। সারা দেশজুড়ে চলছে স্বাধীনতার উৎসব। দিল্লিতে চলছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি কিন্তু তার মধ্যেও বিষাদের সুর! দেশভাগকে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত ভারত অংশের পশ্চিম আর পূর্ব প্রান্তের প্রদেশগুলোতে চলছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। প্রাণ বাঁচাতে কিংবা পরিবারের মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে প্রস্তাবিত দু'দেশের দুটো সীমান্ত অংশ দিয়েই চলেছে অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের আসা-যাওয়া। এমন অবস্থায় স্বাধীনতার উৎসবে সামিল হতে পারলেন না মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বেলেঘাটার আশ্রমে সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা রাখেন গান্ধীজি। তিনি বলেন, 'কলকাতায় এসেই স্থির করেছি নোয়াখালি যাত্রা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখব। কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। কলকাতাকে স্বাভাবিক করতে সর্বতো ভাবে সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছি। আমি সারাজীবন দুই সম্প্রদায়ের সেবা করে এসেছি। স্বাধীনতার দোরগড়ায় এসে যদি দেখতে হয়, উভয় সম্প্রদায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তাহলে আত্মোৎসর্গ করা ছাড়া উপায় নেই। এই উন্মত্ততার মধ্যে বাস করতে চাই না। মুসলিম বন্ধুগণের ইচ্ছায় কলকাতায় থাকছি। তারা আশ্বাস দিয়েছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে আনবেন। এমতাবস্থায় যদি নোয়াখালিতে নতুন করে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে আমার জীবনের অবসান হবে।' মন্ত্রিসভার আহ্বানে কলকাতার উত্তর ও উত্তর পূর্ব পরিদর্শন করেছিলেন, তখন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেননি অনেকে। জনতার কাছে খবর সেভাবে না পৌঁছনোয় গান্ধীজিকে চিনতেও পারেননি সেদিন অনেকে। এবার গান্ধীজির কলকাতা পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ পেতেই আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ে সেই খবর। ১০ অগস্ট কাতারে কাতারে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বেলেঘাটায় রাত থেকে জমা হতে শুরু করে। পরের দিন, সোমবার সকালে সাজো সাজো সাজো রব। মনেই হচ্ছিল না, বেলেঘাটা চত্বরে কোনও চাপনাউতর পরিস্থিতি আছে বলে। চিৎপুর রেলওয়ে ইয়ার্ড অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করে আসছে বহুদিন ধরেই। এই দুই সম্প্রদায়ের এলাকা ঘুরে দেখেন গান্ধীজি। বিপুল মানুষের সমাগমে হিমশিম খেতে হয় মিলিটারিকে। এমনও দেখা গেল, মুসলিম এলাকায় বহু মুসলিম গান্ধীজির দর্শন পেতে গাড়ি আটকে রইলেন। তাকে সেই এলাকা থেকে ছেড়ে যেতে দিতে নারাজ তারা। গাড়ি থামাতে বাধ্য হলেন গান্ধীজি। তাকে আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে, এমন অনুরোধও করতে হল তাকে। গাড়ি যখন আবার ছেড়ে সামনের দিকে এগোয়, এক ব্যক্তি দৌড় দেন পিছু পিছু। কারণ, তিনি গান্ধীজির সাক্ষাৎ পাননি। ছুটছেন সাংবাদিক, ছুটছেন নিরাপত্তা রক্ষী, ছুটছেন নেতা-মন্ত্রীরাও। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও প্রফুল্ল ঘোষের গাড়িও ছুটছে। চিৎপুর থেকে পৌঁছলেন মানিকতলায় সেখানেও কিছুটা সময় কাটালেন তিনি। গান্ধীজির অপেক্ষায় কাতারে কাতারে মানুষ। শঙ্খ, উলু ধ্বনি দিলেন মহিলারা। কে হিন্দু, কে মুসলিম বোঝা দায়, শুধুই কালো মাথার ভিড়। বেলেঘাটায় হিন্দু-মুসলিম আলাদা আলাদা জায়গায় বাস করলেও, এ দিন সব একাকার। এমনও দৃশ্য দেখা গেল, হিন্দুর কাঁধে হাত রেখে এক মুসলিম যুবক ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন গান্ধীজিকে এক পলক দেখার জন্য। কয়েক দিন আগে উন্মত্ত জনতার যে সাম্প্রদায়িক হিংসার সাক্ষী ছিল এই বেলেঘাটা, সেই বেলেঘাটাই ভাসল দুই সম্প্রদায়ের সৌহার্দের জোয়ারে। হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত রেখে গান্ধীজির গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করলেন। মিলিটারির প্রহরীরা তাদের সরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বেলেঘাটার পর ঘুরলেন মুসলিম প্রধান এলাকা এন্টালি, চিংড়িঘাটা, ট্যাংরা সেখান থেকে ধর্মতলা মোড় হয়ে সার্কুলার রোড, শেষে গেলেন রাজাবাজারও। গান্ধীজির এই যাত্রার পরই অসম্প্রীতির কালো মেঘ কাটতে থাকে কলকাতায়। মঙ্গলবার মুসলিম সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শরণাপন্ন হন মহাত্মার। গান্ধীজি জানতেন তার এই অহিংস নীতি একটি কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষার উপরই ভারতের স্বাধীনতা-সৌধের ভিত্তিমূলের দৃঢ়তা বোঝা যাবে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয় ২রা অক্টোবর, ১৮৬৯ সালে গুজরাটের পোরবন্দরে। তিনি একদিকে আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী এবং লেখক যিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা হয়েছিলেন। সেই হিসাবে, তিনি তার দেশের পিতা হিসাবে বিবেচিত হন। গান্ধী তার মতবাদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব। গান্ধীজির মা, পুতুলিবাই গান্ধী সম্পূর্ণরূপে ধর্মে নিমগ্ন ছিলেন। জমিজামা বা অলংকারের প্রতি তার কোন মোহ ছিল না। নিজের বাড়ি এবং মন্দিরের মধ্যে সময় ভাগ করে নিতেন, ঘন ঘন উপবাস করতেন এবং পরিবারে অসুস্থতা দেখা দিলেই দিন-রাত্রি শুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তুলতেন। নয় বছর বয়সে, গান্ধীজি তার বাড়ির কাছে রাজকোটের স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি পাটিগণিত, ইতিহাস, গুজরাটি ভাষা এবং ভূগোলের মূল বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৭ সালের নভেম্বরে, ১৮ বছর বয়সে তিনি আহমেদাবাদের হাই স্কুল থেকে স্নাতক হন । লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি ব্যারিস্টার হন। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেমন গর্জে উঠেছিলেন তেমনি সাদা চামড়ার লোকেরা যখন ভারতবাসীদের 'নেটিভ' বলতো তখন এই নেটিভ কথা তার মনে খুব আঘাত করতো। তিনি চুপ করে সহ্য করতেন না, প্রতিবাদ করতেন। তার প্রতিবাদের ভাষা ছিল স-হিংসা নয় অহিংসা। ইংরেজদের বুলেটের সামনেও ভারতবাসীদের নিয়ে তার আন্দোলন ছিল অহিংসা। তার এই অহিংসার ডাকেই সারা বিশ্বকে তিনি পাশে পেয়েছিলেন। ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করিয়েছিলেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চকলেটের লোভ দেখিয়ে শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ স্থানীয় নাবালকের বিরুদ্ধে, আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ৫ বছরের এক শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক নাবালকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাঠালবাড়ি এলাকায়। এই ঘটনায় ওই নাবালককে আটক করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাঠালবাড়ি এলাকায় ওই ৫ বছরের শিশুকন্যা তার মায়ের সঙ্গে থাকত। শিশু কন্যাটির বাবা ভিনরাজ্যে কাজ করেন। পাড়ারই এক নাবালক ওই শিশুকন্যাকে চকলেট খাওয়ানোর নাম করে তার বাড়ির ছাদে নিয়ে গিয়ে তাকে যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। শিশুকন্যাটি পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তার বাড়ির সামনে রেখে পালিয়ে যায় ওই নাবালক। ওই শিশুকন্যা মা দেখতে পায় মেয়ের পায়ে রক্ত। তখন তার মা তার কাছে শুনতে চাইলে শিশুকন্যাটি কাঁদতে কাঁদতে গোটা বিষয়টি জানায়। ওই শিশুকন্যাটির শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তড়িঘড়ি তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার মানুষ ওই নাবালককে ধরে বেঁধে রাখে। খবর দেওয়া হয় ইসলামপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে নাবালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ওই নাবালকের বিরুদ্ধে ইসলামপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে শিশুকন্যার মা। বর্তমানে ওই শিশুকন্যাটি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। এলাকাবাসী মাসুদ আলম জানিয়েছেন, ওর বাবা ভিনরাজ্যে কাজ করে। বাড়িতে মা আর মেয়ে থাকে। পাড়ারই এক নাবালক ছেলে তাকে চকলেট খাওয়ার নাম করে তার বাড়ির ছাদে ওই শিশুকন্যাটিকে যৌন নির্যাতন করে। এই খবর জানাজানি হতেই ওই নাবালককে ধরে বেঁধে রেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ওই নাবালকের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় কাউন্সিলের প্রতিনিধি মহঃ হানিফুদ্দিন জানিয়েছেন, ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা জানতে পারি স্থানীয় এক নাবালক ছেলে শিশু কন্যাটিকে নিজের বাড়ির ছাদে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করে। আমরা তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দিই। পুলিশ গিয়ে অভিযুক্ত নাবালককে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রকাশ্যে হাতাহাতির অভিযোগ বিজেপির দুই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার সিমলাপালে প্রকাশ্যে হাতাহাতিতে জড়ানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির দুই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল বলে দাবি।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের বিরুদ্ধে দলের কর্মীদের ক্ষোভ কিছুদিন ধরেই প্রকাশ্যে চলে আসছিল বলে দাবি। অভিযোগ, এবার সুভাষ সরকারের বিরুদ্ধে দলের কর্মীদের একাংশের রাস্তায় নামাকে কেন্দ্র করে হাতাহাতিতে জড়াল বিজেপির দুই গোষ্ঠী। ঘটনা বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের লক্ষ্মীসাগর এলাকায়। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার ও বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল দল পরিচালনার ক্ষেত্রে একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন। এই অভিযোগ তুলে আগেই বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীদের একাংশ।

উল্লেখ্য, বিজেপির খোদ বাঁকুড়া জেলা কার্যালয়ে দীর্ঘক্ষণ তালাবন্দি থাকতে হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে শালতোড়ায় বিক্ষোভ দেখান দলেরই একাংশ। আজ বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার লক্ষ্মীসাগরে বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ, এই সময় স্বচ্ছ অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া বিজেপির অপর একটি অংশ আচমকাই বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর ও ধাক্কাধাক্কি করেন। দলের অন্দরেই দুই গোষ্ঠীর এই হাতাহাতিতে সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ্মীসাগরে। এই ঘটনার জন্য এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। এভাবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসায় অস্বস্তিতে পড়েছে দলীয় নেতৃত্বও।

সোনার হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার, শোরগোল খানাকুল জুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগ মহকুমার খানাকুল ব্লকে সোনার হার ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা সহ দুই। এই ঘটনায় ব্যাপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। ধৃতদের নাম কুশল বটব্যাল ও বিক্রম মালিক। ধৃতদের বাড়ি যথাক্রমে খানাকুল ও পান্না হাতি গ্রামে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, খানাকুল থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। তবে কোর্টে তোলার পর পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়। তারপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ৬০ গ্রাম সোনার হার ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। গ্রেপ্তারির পর বিজেপি নেতার পরিচয় প্রকাশ্যে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দু'জনকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলার কথা থাকলেও বিজেপি নেতা কুশল বটব্যাল নাকি আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। তবে ধৃত বিক্রম মালিককে আদালতে তোলে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত পঞ্চায়েত ভোটে খানাকুল-১ ব্লকের ৩৮ নম্বর আসনে পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি প্রার্থী ছিলেন কুশল। তৃণমূল প্রার্থীর কাছে তিনি হেরে যান। ভোটের সময় দলের হয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এলাকায় দাপুটে নেতা হিসেবে পরিচিত। গত ৮ অগস্ট খানাকুলের অনন্তনগর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বাইকে করে আসা চার দুষ্কৃতী বীরেশ্বর পাত্র নামে এক ব্যবসায়ীর গলা থেকে সোনার হার ছিনতাই করে পালায়। রাতের অন্ধকারে ওই ব্যবসায়ী দুষ্কৃতীদের চিনতে পারেননি। যদিও তিনি ওই রাতেই খানাকুল থানায় সোনার হার ছিনতাইয়ের অভিযোগ করেন। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে খানাকুল থেকে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করে। এই বিষয়ে বীরেশ্বর পাত্র বলেন, দুষ্কৃতীরা ধরা পড়েছে। দোকান থেকে বাড়ি ফেরার সময় হার ছিনতাই হয়। পুলিশ সোনার হার ফিরিয়ে দেবে বলেছে। অপরদিকে খানাকুলের তৃণমূল নেতা সেখ নইমুল হক বলেন, বিজেপি চোর ছিনতাইবাজ ও লুটেরাদের দল তার একটা উদাহরণ আজ পাওয়া গেল। যিনি সোনা ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতির একটি আসনে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু তৃণমূল প্রার্থীর কাছে বিপুল ভোটে হেরে যান। অন্যদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, এটা ঠিক কুশল বিজেপি করতেন। তবে গত কয়েকমাস ধরে সক্রিয় ছিলেন না। আইন আইনের পথে চলবে। দোষী হলে শাস্তি পাবে। তবে এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল বলেন, অভিযোগে ভিত্তিতে খানাকুল থানার পুলিশ দুই জনকে গ্রেপ্তার করে। তারপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ গ্রামের সোনার হার ও একটি পাইপ গান উদ্ধার হয়েছে। আরো দুজন দুষ্কৃতীর খুঁজে তল্লাশি চলছে।

কাঁকসায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে পথে প্রধান ও উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ডেঙ্গু প্রতিরোধে পথে নামল কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান।

রবিবার সকাল ১১টা থেকে কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫টি এলাকায় সাফাই অভিযানে নামেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপ্না বাগদি ও উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ। এদিন পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান ঝাঁটা হাতে এলাকার আবর্জনা সাফাই করার পাশাপাশি এলাকাবাসীকে সচেতন থাকার আবেদন জানান।

উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, এলাকায় যাতে কেউ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত না হয়, তাই পঞ্চায়েতের সদস্যরা ও কর্মীরা অভিযানে নেমে একদিকে এলাকা সাফাই করেন, অন্যদিকে যে সমস্ত এলাকায় জল জমে রয়েছে সেই এলাকার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেন। ৫টি এলাকায় মশা মারার তেল স্প্রে করা হয় ও ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়। এছাড়াও কারও বাড়িতে বা আশপাশে যাতে জল জমে না থাকে সেই বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করার পাশাপাশি কেউ জ্বরে আক্রান্ত থাকলে তারা যেন দ্রুত হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করায় সেই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও এদিন কাঁকসা ব্লকের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকারের নির্দেশ মেনে গান্ধীজির জন্ম দিবসকে সামনে রেখে রবিবার শ্রম দিবস কর্মসূচি পালন করা হয়।

ঝাড়ু হাতে স্টেশন পরিষ্কার করলেন শান্তনু ঠাকুর, দিলেন দুর্নীতি মুক্ত বাংলা গড়ার ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: স্টেশনে ঝাঁট দিয়ে দুর্নীতি মুক্ত বাংলা গড়ার ডাক শান্তনুর। রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিকভাবে দুর্নীতি মুক্ত বাংলা গড়তেই হবে। মোদিজির স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচির আওতায় রবিবার বনগাঁ স্টেশন ঝাটা দিয়ে নোংরা পরিষ্কার করে এই কথা শোনা গেল কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের গলায়। প্রসঙ্গত, আগামী ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধির জন্ম দিবস উপলক্ষে দুর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যেতে সারাদেশ জুড়েই চলছে স্বচ্ছ ভারত মিশনের কাজ। তারই উদ্দেশ্যে এদিন বনগাঁ স্টেশনে নোংরা পরিষ্কার ঝাঁটা হাতে স্টেশনে দেখা গেল মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে। এদিন তিনি বলেন, দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে নোংরা পরিষ্কারের বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত পাশাপাশি রাজনীতি দুর্নীতি মুক্ত হওয়া উচিত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন সবাইকেই নোংরা ও দুর্নীতি মুক্ত হতে হবে নাহলে আগামীতে বিপদ আছে। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে এই স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচিতে দেখা যায় বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সভাপতি বিজেপির দেবদাস মণ্ডল সহ রেলের উচ্চ পদস্থ বেশ কয়েকজন আধিকারিককে। রেলের এক আধিকারিক বলেন, এটা খুব ভালো উদ্যোগ সবাই যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে তাহলে আমাদেরও কাজ করতে সুবিধা হবে। পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচির আওতায় রবিবার গোবরডাঙা স্টেশন ঝাড়ু নিয়ে নোংরা পরিষ্কার করলেন গাইঘাটার বিধায়ক তথা মতুয়া ধর্মের মহাসংঘাতিপতি সুব্রত ঠাকুর সহ বিজেপি নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত ২ তারিখ মহাত্মা

গান্ধির জন্ম দিবস উপলক্ষে দুর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ ভারত গড়ার ডাক প্রধানমন্ত্রীর। প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যেতে সারা দেশ জুড়েই চলছে এই কর্মসূচি। এদিন বিজেপির কর্মী সমর্থক সহ রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ঝাড় দিয়ে গোবরডাঙা স্টেশন পরিষ্কার করলেন বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর সহ গোবরডাঙা পুর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি আশিস ব্যানার্জি সহ বিজেপি নেতৃত্ব।

সিউড়ি 'এখনই'র ৪০তম জন্মদিনে মাটির গান, নাটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় সিউড়ি রবীন্দ্রসদন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল 'এখনই'র চল্লিশতম জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠান। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দর্শকদের উপস্থিতিতে পরিবেশিত হল অবলুপ্ত প্রায় মাটির লোকগান ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে নাটক 'পঞ্চভূত' নাট্যরূপ রজকুমার সাহা। নির্দেশনা বাবুল সাহা। শুরুতে সম্পাদক বাবুল সাহা উপস্থিত দর্শকদের অভ্যর্থনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে চল্লিশ বছরের পথ পরিক্রমার কথা তুলে ধরেন। 'এখনই'র মধ্যমণি রজকুমার সাহার সংগৃহীত অবলুপ্ত প্রায় লোকগান পরিবেশন করেন 'এখনই'র শিল্পীরা। সঙ্গীতে ছিলেন রজকুমার সাহা, নিখিল বিহারী ঘোষ, সমর মাল, জুলি সাহা, পাপিয়া চৌধুরী, কাবেরী বন্দ্যোপাধ্যায়, যন্ত্রশিল্পে আবির বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণু হাজরা। শিল্পীদের পক্ষে রজসাহা লোকগানের মধ্যে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দেন।

খুন মাছ বিক্রেতা, গ্রেপ্তার মুরগি ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পাওনা ২৮০ টাকা চাইতে খুন মাছ বিক্রেতা, গ্রেপ্তার মুরগি ব্যবসায়ী। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি থানার দুর্গা মণ্ডপ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গা মণ্ডপ এলাকায়। বছর ৫২ এর রতন সরদার পেশায় মাছ বিক্রেতা। বছর ৩৫ এর মলয় দাস পেশায় মুরগি ব্যবসায়ী। তার কাছে ২৮০ টাকা পেত মাছ ব্যবসায়ী রতন, এই নিয়ে দীর্ঘদিন বচসা, গন্ডগোল, মারধর একাধিকবার ঘটনা হয়। এই ঘটনা চরম পর্যায়ে যায় ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুর বেলায়। রতন ২৮০ টাকা মলয়ের কাছে চাইতে গিয়ে গন্ডগোল চরম পর্যায়ে চলে যায়। রতনকে বেধড়ক মারধর করে মলয়। গুরুতর জখম অবস্থায় রতনকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করলে শনিবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় ওই মাছ ব্যবসায়ীর। মৃত মাছ ব্যবসায়ী পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সন্দেশখালি থানার পুলিশ রবিবার সকালবেলায় মুরগি ব্যবসায়ী মলয় দাসকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে এদিন বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশের হেপাজতের নির্দেশ দেন। শুধুই কি ২৮০ টাকা চাইতে খুন না এর পিছনে পুরনো ব্যবসায়ী সংক্রান্ত বিবাদ না রাজনৈতিক কারণ আছে সবটাই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সিউড়ি চৈতালি মোড়ে স্বচ্ছতা অভিযান সিউড়ি শহর বিজেপি কর্মীদের।

৮ দিন পর নিখোঁজ ছাত্রের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নদিয়ার মায়াপুরে নদীতে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া কলেজ ছাত্রের ৮ দিন পর রবিবার সকালে দেহ উদ্ধার হয়। পূর্বস্থলী ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জালুইডাঙার ভাগীরথী ঘাটে রবিবার সকালে ছাত্রটির দেহ ভাসতে দেখেন মৎস্যজীবীরা। ওই ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা এলাকায় আগেই পোস্টার দিয়েছিলেন। সেই পোস্টার দেখে মৎস্যজীবীরা ফোন করেন মৃতের পরিবারের লোকজনকে। সুদূর খড়গপুর থেকে ছুটে আসেন ছাত্রের পরিবারের লোকজন। পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ সনাক্ত করেন। খবর পেয়ে নাদনঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে পাঠায় পুলিশ। জানা গিয়েছে, মেদিনীপুর সিটি কলেজের ইংরেজি অনার্সের প্রথম বর্ষের মেধাবী ছাত্র রোহিত শর্মা (১৯) গত ২২ সেপ্টেম্বর বন্ধুদের সঙ্গে খড়গপুরের বাড়ি থেকে রওনা দেন মায়াপুর ইসকনের মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে। তারপরেই তাঁর পরিবারের লোকজন মায়াপুর থেকে সুদূর কালনা পর্যন্ত বিভিন্ন ঘাটে ঘাটে রোহিত শর্মার নিখোঁজের পোস্টার দেন। তাতে ফোন নম্বর দিয়ে আবেদন করা হয় রোহিত শর্মার খোঁজ পেলেই দয়া করে যেন কেউ তাঁর বাড়িতে ফোন করে জানায়। সেইমতো রবিবার সকালে মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখে জালোইডাঙা গ্রামের মৎস্যজীবীরা রোহিত শর্মার বাড়িতে মৃতদেহ ভেসে ওঠার খবর দেন।

চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু, রোগীর আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে লিখে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: চিকিৎসকের গাফিলতিতে রোগী মৃত্যু বলে অভিযোগ তুলে আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে পোস্টার লিখে গোটা হাসপাতাল ঘুরলেন মৃতের বোন। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, পূজা সরকার নামে বছর ২৬ এর এক মহিলা কৃষ্ণনগর হাতারপাড়া এলাকা থেকে শনিবার পেটে ব্যাথা নিয়ে ভর্তি হন। ভর্তি হওয়ার পর ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি বলে অভিযোগ। আর সেই কারণে পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতি হলে কর্তব্যরত নার্স ইনজেকশন দেন। তারপরেই রোগীর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ পরিবারের চিকিৎসার গাফিলতেই মৃত্যু হয়েছে মহিলার এই অভিযোগ তুলে হাসপাতাল ও কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃতের পরিবার।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু, ভাঙচুর স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রেল গেট পার হতে গিয়ে বিপত্তি। এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ল উত্তেজিত জনতা। স্টেশনে ভাঙচুরের অভিযোগ। ছুটে এল রেলের বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাঁদের সঙ্গেও ধস্তাধস্তি হয় বলে অভিযোগ। রাতভর ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় স্টেশন চত্বরে। দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে রইল রাস্তা। ঘটনা হুগলির গোবরা স্টেশনের। সূত্রের খবর, শনিবার রাত ১০টা নাগাদ হাওড়া-বর্ধমান কর্ড শাখার গোবরা স্টেশনের রেল গেট বন্ধ ছিল। কিন্তু, গেট দিয়ে গলে কয়েকজন লাইন পারাপারের চেষ্টা করেন। সেই সময় তিন লাইনে তিনটি ট্রেন এসে যায়। বাকিরা সরে গেলেও, সরতে পারেননি এক ব্যক্তি। এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বাড়ি ডানকুনির চার নম্বর ওয়ার্ডে। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে উত্তেজিত জনতা। স্থানীয়দের অভিযোগ, গোবরা স্টেশন দিয়ে দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন যাতায়াত করে। কিন্তু, ট্রেনের কোনও ঘোষণা করা হয় না। যার ফলে বোঝা যায় না কখন কোন ট্রেন কোন লাইনে আসছে। তাই লোকাল হোক বা দূরপাল্লা, যে কোনও ট্রেনের ক্ষেত্রেই আগাম ঘোষণা করতে হবে। এই দাবিতে চলতে থাকে বিক্ষোভ।

শুধু এক ব্যক্তির মৃত্যু নয়, খবর ছড়ায় খোঁজ মিলছে না আরও দুই ব্যক্তির। তাতেই যেন ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। আরও বাড়ে ক্ষোভের আঁচ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কামারকুণ্ডু জিআরপি থানার পুলিশ, আরপিএফ ও ডানকুনি থানার পুলিশ। অভিযোগ, ততক্ষণে ব্যাপক ভাঙচুর চলেছে গোবরা স্টেশনে থাকা টিকিট কাউন্টারে। ভাঙচুর চলেছে স্টেশনেও। পুলিশকে ঘিরেও শুরু হয় বিক্ষোভ।

ফের মূল জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হাওড়ার দ্বীপ অঞ্চল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: পুজোর মুখে ফের মূল জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল হাওড়ার দ্বীপ অঞ্চল। শনিবার রাতে মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপর তৈরি পরপর দু'টি বাঁশের সেতু স্রোতে ভেঙে পড়ল। মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপর টাকিপাড়ায় ঘোড়াবেড়িয়া-চিৎনান গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে সংযোগকারী বাঁশের সেতু ও ভাঁটোরার গায়েনপাড়ায় সেতুটি জলের স্রোতে তলিয়ে যায়। এর ফলে হাওড়ার অন্যান্য অংশ ও হুগলির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল দ্বীপ অঞ্চল। আবহাওয়ার যা পূর্বাভাস তাতে বৃষ্টি বাড়বে, কমবে না নদীর জল। ভাঁটোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক গায়েন ও আমতা দুই পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি দিলুয়ার হোসেন মিদ্যা জানান, পরপর দু'বার ভেঙে পড়ল যোগাযোগ ব্যবস্থা। নদীতে স্রোত বাড়লে জীবনের ঝুকি বাড়ে।

আত্মঘাতী স্কুল ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: প্রেমের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় স্কুল ছাত্রী আত্মঘাতী বলে অভিযোগ। রান্নাঘর থেকে উদ্ধার হয় স্কুল ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানা এলাকায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালিকা স্থানীয় পঁচেটগড় হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। পটাশপুর থানার চকবেলা গ্রামের বাসিন্দা সে। বাবা গোপালচন্দ্র বেরা পেশায় কৃষক। একই গ্রামের বাসিন্দা প্রেমিক যুবক। এগরা সারদ শশিভূষণ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র সে। দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জানা গিয়েছে, প্রেমিকের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে প্রথম থেকেই মত ছিল না নাবালিকার পরিবারের।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা র‍্যালি ও বার্তা প্রদান বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাকুড়া: ডেঙ্গু প্রতিরোধে বালসি দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সচেতনতামূলক র‍্যালি ও বার্তা প্রদান করা হল। এই মুহূর্তে ডেঙ্গু নিয়ে চরম উদ্বেগে রাজ্য সরকার। ডেঙ্গু প্রতিরোধে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য

দপ্তর। ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত রাজ্যের সাধারণ মানুষরা। এইরকম এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পথে নামল পাত্রসায়ের ব্লকের বালসি দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। এদিন পঞ্চায়েতের তরফে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন দোকানদারদের একটি করে লিফলেট প্রদান করা হয়, যেখানে ডেঙ্গু সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে গেলে কী কী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সাধারণ মানুষদের, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য রয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের সচেতন করা হয়।

বালসি দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বুদ্ধদেব পাল জানান, পশ্চিমবাংলাকে স্বচ্ছ রাখতে একটি সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করা হল। পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানানো হল, প্রত্যেকেই যাতে নোংরা আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে এবং কোথাও যাতে জল না জমে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

গঙ্গাসাগর যাত্রায় এবার ক্রুজ পরিষেবা চালু ডায়মন্ড হারবারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: পর্যটকদের কাছে গঙ্গাসাগর যাত্রা আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এবার ক্রুজ পরিষেবা চালু হল ডায়মন্ড হারবারে। এখন থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে ডায়মন্ড হারবার থেকে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যাবে সাগরদ্বীপে। ইতিমধ্যেই ক্রুজের ট্রায়াল রান সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সোমবার থেকে সাধারণ যাত্রীদের জন্যও এই পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।

ক্রুজের মধ্যে রয়েছে শীততাপনিয়ন্ত্রণ দু'টি কেবিন। সব মিলিয়ে দেড়শোর বেশি যাত্রী আসন রয়েছে। যাওয়া এবং আসার জন্য আলাদা আলাদা করেও বুকিং করতে পারবেন পর্যটকরা। অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও টিকিট কাটার সুযোগ থাকছে। আপতত সপ্তাহে তিন দিন এই পরিষেবা চালু থাকবে। ডায়মন্ড হারবারের পোর্ট ট্রাস্টের জেটি থেকে হুগলি নদী ধরে ক্রুজটি যাবে সাগরদ্বীপের কচুবেড়িয়া ঘাটে। একই পথে আবার ফিরেও আসবে। পুজোর মুখে এই ক্রুজ পরিষেবা চালু হওয়ায় সাগরদ্বীপ যাত্রা যেন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে।

এই ক্রুজ পরিষেবার দায়িত্বে থাকা 'অসপ্রে ওয়াটার ওয়েস' সংস্থার প্রশাসনিক আধিকারিক

মোনালিসা ঘড়ুই বলেন, 'এতদিন কলকাতা থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত এই ক্রুজ চালু হয়েছিল। এবার নতুন সংযোজন ডায়মন্ড হারবার। আশা করছি এখান থেকে ভালোই যাত্রী পাওয়া যাবে। এই ক্রুজ ভ্রমণ পর্যটকদের কাছে নিসন্দেহে আলাদা অভিজ্ঞতা দেবে।' পর্যটক দ্যুতি ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রথমবার গঙ্গাসাগর যাচ্ছি, তাও আবার ক্রুজে। অনবদ্য অভিজ্ঞতা হল। হুগলি নদীর দু'ধারের অপার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে যাওয়া এবং ফেরা একেবারেই ভোলার নয়।'

উদ্ধার বধূর ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: বিয়ের পাঁচ মাসের মধ্যে শ্বশুরবাড়িতে উদ্ধার হল গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ। তা নিয়ে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে হুগলি জেলার চুঁচুড়ার মল্লিক কাশেম হাটে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মল্লিক কাশেম হাটের বাসিন্দা অভিজিৎ সাহার (২০) সঙ্গে পাঁচ মাস আগে বিয়ে হয়েছিল কোদালিয়ার বাসিন্দা প্রিয়া চক্রবর্তীর (১৯)। প্রেম করেই বিয়ে করেছিলেন তাঁরা। অভিজিৎ স্থানীয় একটি মুদি দোকানে কাজ করেন। শনিবার শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রিয়ার বাবাকে ফোন করে হাসপাতালে আসতে বলা হয়। চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে এসে প্রিয়ার বাবা মুকুল চক্রবর্তী দেখেন, এমার্জেন্সি বিভাগের সামনে স্ট্রেচারে পড়ে তাঁর মেয়ের দেহ। গলায় ফাঁসের দাগও দেখতে পান তিনি। তা দেখেই যুবতীর বাবার অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধেই খুনের অভিযোগ এনেছেন মৃতের বাবা।

যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে যুবতীর শাশুড়ি জয়া সাহা জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কোনও ঝগড়া অশান্তি ছিল না। মেয়ের মতোই তাঁর বাড়িতে থাকতেন বউমা। দুপুরে বৃষ্টি হচ্ছে খিচুড়ি বানাতেও বলে। কেন এ রকম ঘটনা প্রিয়া ঘটাল তা বুঝে উঠতে পারছেন না বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

৩০ টাকার লটারিতে কোটিপতি পূর্ব বর্ধমানের ব্যক্তি

সুজিত ভট্টাচার্য

পূর্ব বর্ধমান: ৩০ টাকার লটারি কেটে হঠাৎ কোটিপতি পূর্ব বর্ধমান জেলার এক ব্যক্তি। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের খুর্ত্তুবাপুর গ্রামের দিনমজুর ৩০ টাকা দিয়ে লটারি কেটে এক কোটি টাকার মালিক হন। অন্যের জমিতে কাজ করে এবং ছাগল পালন করে সংসার চলত মঙ্গলকোটের খুর্ত্তুবাপুর গ্রামের

ভাস্কর মাজির। মাঝেমধ্যেই তিনি লটারির টিকিট কাটতেন। লটারিতে প্রথম পুরস্কার জেতার জন্য টানা ১০ বছর তিনি লটারির টিকিট কাটছেন বলে জানা যায়।

তাঁর দাবি, মাঝেমধ্যে পকেটে লটারির টিকিট দেখতে পেয়ে পরিবারের সঙ্গে তুমুল অশান্তিও হয়েছে। রবিবার তিনি ন'পাড়া বাস স্ট্যান্ডে যান ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে। পকেটে পয়সা না থাকায় তিনি দোকানদারের কাছে ধারে টিকিট ক্রয় করেন। তিনি দোকানদারের কাছে কুড়ি টাকা পেতেন, আর ৬০ টাকার তিনি লটারি ক্রয় করেন। দোকানদার তাঁর কাছে চল্লিশ টাকা বাকি রেখে টিকিট দিয়ে দেন। বাড়িতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে লটারিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন এক কোটি টাকা।

তাঁর আরও দাবি, ঠিক করে বসবাস করার মতো তাঁর কোনও ঘর নেই। লটারির টাকায় বাড়ির হাল ঠিক করার পাশাপাশি কিছু চাষের জমি কিনবেন। তাঁর স্ত্রী সুমিত্রা মাজি জানান, তাঁদের খুব কষ্টের সংসার। পুজোর আগেই এত বড় খুশির খবর পেয়ে তাঁরা আত্মহারা। মেয়ে নয়ন ও কল্পনা মাজি জানান যে, বাবা তাঁদের বহু কষ্ট করে বিএ পাশ করিয়েছেন এবং ঋণ করে তাঁদের দুই বোনের বিয়ে দিয়েছেন। এরপর এবার সুদিন ফিরল। সব মিলিয়ে এই পুরস্কার পেতেই গোটা গ্রামে খুশির হাওয়া।

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ

ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/ চার্জযোগ্য ঠিকানা, যার বাস্তবিক/গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির তফসিল

লট. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ/ সময়
১.	**ক) মূল শাখা : চেতলা** **খ) মেসার্স বি এস ট্রেডার্স** ২০এ, রুসা রোড (দক্ষিণ), থার্ড লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৩৩ **গ) শ্রী অলক দেব, অমিতাভ দেব এবং একায়ন দেব** ৫০/২৭, এম. জি. রোড, অ্যারোস রেস্টুরেন্ট এবং ফিওবি বিউটি পার্লারের বিপরীতে বজবজ, পিন-৭০০১৩৭, পঃবঃ **অ্যাকাউন্ট নং : ০০৯৪২৫০০০৫৭২৭** **সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200014**	উল্লিখিত জমি ও দোতলা আবাসিক ভবন এর সকল, মৌজা- গর্বভুক্ত নন্দনপুর, জে.এল. নং- ৮, এল.আর. খতিয়ান নং-৫৪৯৭, ৫৪৯৮, এলআর দাগ নং- ২০২৮, হোম নং ১৫৯১৪ থানা-বজবজ, বজবজ মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, ওয়ার্ড নং-১২, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৩৭ প্রয়াত দীপ্তি রাণী দেবের নামে আছে এখন আইনি উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক অলক দেব ও অমিতাভ দেব। জমির পরিমাপ- ৮ ডেসিমেল। প্রথম তলে- ১২৫৪ বর্গফুট, ২য় তলার পরিমাপ-১৩২৬ বর্গফুট। **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৮১৪২৬, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.১৮৯১৮** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ১৮.০২.২০১৯** **খ) ১,১৪,৬৬,৫৪৫.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ২২.০৪.২০২২** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ৫৮.২৭ লক্ষ টাকা** **খ) ৫.৮৩ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
২.	**ক) মূল শাখা:** **বি জি পাটুলি (১০০৩২০)** **খ) অনিন্দিতা হাজরা** ৪১/৯এ, কেন্দুয়া মেইন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮৪। **গ) সুমিত লাল মুখার্জি** ৪১/৯এ, কেন্দুয়া মেইন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮৪। **অ্যাকাউন্ট নং : ১০০৩৩০০০১২৫৪৬** **সম্পত্তি আইডি : PUNBANINDITAH**	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট, জি-আই, একতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোনে পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারযোগ্য সমুদয় সুবিধা ও অন্যান্য যাবতীয় ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত তিন তলা ভবনের প্রেমিসেস নং ১২৪ নিউ রাইপুর, থানা- যাদবপুর বর্তমানে পাটুলি কলকাতা ৭০০০৮৪ ঠিকানায় ৩ কাঠা ২০ বর্গফুট কমবেশি মৌজা- বৈষ্ণবঘাটা, জেএল নং ২৮, তৌজি নং ২৫৬, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৫৮১, সিএস দাগ নং ৭৮২, আরএস দাগ নং ৭৮২/১৪৫৭ কলকাতা পৌর সংস্থর ওয়ার্ড নং ১০১ অধীন **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে- প্রেমিসেস নং ১৫, নিউ রাইপুর রোড, দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ১৫বি , নিউ রাইপুর রোড, পূর্বে- ১৫ ফুট চওড়া নিউ রাইপুর রোড, পশ্চিমে- প্রেমিসেস নং ৭ , নিউ রাইপুর রোড সমন্বিত। **জমির মালিক(গণ) : সুমিত লাল মুখার্জি এবং অনিন্দিতা হাজরা।** **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৭৩৯৬, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৮০২২** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ১৬.০৯.২০২২** **খ) ১৭,৫৫,১৪৫.১২ টাকা** সহ আরও সুদ ০১.০৯.২০২২ থেকে কার্যকর **গ) ২২.০২.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ২১.৩৬ লক্ষ টাকা** **খ) ২.১৪ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৩.	**ক) মূল শাখা: গড়িয়া** **খ) মেসার্স সোনু গার্মেন্টস** **গ) ১. শ্রী মহিন্দর খুরানা** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা, ১০, জহরলাল নেহেরু রোড, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৩। **২. রাজেন্দ্র সিং খুরানা** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা ১/১কিউ, যুক্ত নগর কলোনি, হলি ফ্যামিলি, বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। **৩. শ্রী মহিন্দর খুরানা** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা, ১/১কিউ, যুক্ত নগর কলোনি, পি.জি.এম. শাহ রোড, পোস্ট- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪৫। **অ্যাকাউন্ট নং : ০১৪৩২৫০০১১৩২৫ (সিসি)** **সম্পত্তি আইডি: PUNBU59850230001**	প্রথম তলায় খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ জি+৩ তলা "হ্যাবিট্যাট এনক্লেভ" নামক বিল্ডিং এর ২য় তলায় জমি ও বিল্ডিং এ-১-এর ন্যায়সঙ্গত মৌজা- বারহাঁস ফরতাবাদ, প্লট নং ৩৮২/১৭২৭, ২৮১/১৮৬৫, ৩৮১/১৮৬৪, ৩৮০ এর অধীন, খতিয়ান নং ৪৮০, ১০৭০, জেএল নং ৪৭, এলাকা - ১৪৫৭ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ২৭৭০, নেতাজি সুভাষ রোড, পোস্ট- গড়িয়া, থানা- সোনারপুর, জেলা- ২৪ পগোনা (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০০৮৪। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - শ্রী এস. সুবাইয়া এর ফ্ল্যাট নং ১বি, দক্ষিণ - শ্রী মানস ব্যানার্জির ফ্ল্যাট নং ১ই, পূর্ব- শ্রী দেবাশীষ এবং মাম্পির ফ্ল্যাট নং ১সি এবং ১ডি, পশ্চিম - অভ্যন্তরীণ সাধারণ পথ দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী রাজেন্দ্র সিং খুরানা,** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা **(জামিনদার)।** **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৫৮৭৬৭, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৮৩৭৭৮** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ০৫.০৭.২০১৯** **খ) ৮৩,৬১,৬০৫.০০ টাকা** সহ ০১.০৭.২০১৯ থেকে কার্যকর আরও সুদ **গ) ১১.০৯.২০১৯** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ৬৯.০৫ লক্ষ টাকা** **খ) ৬.৯০ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৪.	**ক) মূল শাখা: কলকাতা-এসএসআই (০৮৮০১০)** **খ) রানা সেনগুপ্ত এবং মেসার্স কৃতি ইভেন্ট সলিউশনস প্রাঃ লিঃ ,** বি১৫/১০, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, লেক রোড, পোস্ট - কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৩৫। **এছাড়াও এখানে:** ১৯১এ, যোধপুর গার্ডেন, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। **অ্যাকাউন্ট নং : 08806015001777 এবং 08804015002061** **সম্পত্তি আইডি: PUNBRANASENGUPTA**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিকানাধীন বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ-২, ২য়তলে, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, লেক রোড, পরিমাণ কমবেশি ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সমন্বিত অবস্থিত প্লট নং ১০, সাব ব্লক -১৫, ব্লক-বি, কল্যাণী টাউনশিপ, কল্যাণী পুরসভার অধীন, পোঃ এবং থানা- কল্যাণী, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয় দলিল নং আই-১৭০৯ - ২০১৫ সালের, অনুযায়ী **সম্পত্তির মালিক শ্রী রানা সেনগুপ্ত। চৌহদ্দি:** উত্তরে- প্লট নং বি-১৫/১১, দক্ষিণে- প্লট নং বি-১৫/৯, পূর্বে- ৮০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে- ৩০ চওড়া সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৯৬৯৪৪৬, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৪৩৯৯২৯** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ০১.১০.২০২১** **খ) ৩১,৩৪,৫৭৯.৭২ টাকা** সহ আরও সুদ ৩০.০৯.২০২২ থেকে কার্যকর **গ) ০৭.০১.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ২১.৯৪ লক্ষ টাকা** **খ) ২.২০ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৫.	**ক) মূল শাখা : সরশুনা কলেজ, কলকাতা (১৪৯২২০)** **খ) মেসার্স শ্রী গণেশ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : অনিন্দিতা মুখার্জি** **গ) অনিন্দিতা মুখার্জি** স্বামী- পঙ্কজ মুখার্জি, বাঘার নবোদয় পল্লী, বনহুগলি, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা - ৭০০ ১০৩। **অ্যাকাউন্ট নং : 149220RF00000080, 1492250000657 এবং 1492300011626** **সম্পত্তি আইডি : PUNBSRIGANESH001**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১.৬৮ ডেসিমেল এলআর দাগ নং ১৪৮৫, জমির পরিমাণ ২.৬২ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ১৫৪৮, জমির পরিমাণ ১ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ১৫৫০, এবং জমির পরিমাণ ১.৬২ ডেসিমেল , এলআর দাগ নং ১৫৩৬ মোট জমির পরিমাণ ৬.৯৩ ডেসিমেল সমপরিমাণ ৪ কাঠা ৩ ছটাক ৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন (জি+২) নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- শ্রীপুর বাঘেরঘোল, জেএল নং ৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭৮৩, থানা- সোনারপুর, এডিএসআর সোনারপুর, বর্তমানে গড়িয়া,জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ৬১৩, বাঘারঘোল রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩২ অধীন, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে-শ্রী পঙ্কজ মুখার্জির সম্পত্তি, দক্ষিণে- পুকুর, পূর্বে- শ্রী পঙ্কজ মুখার্জির সম্পত্তি, পশ্চিমে-১৩ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত, **সম্পত্তির মালিক:- অনিন্দিতা মুখার্জি, স্বামী পঙ্কজ মুখার্জি।** **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৩৯৯৪৪, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৭৭০১৬** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ১৯.০৪.২০২২** **খ) ৬৩,৭৮,০৬০.৫৬ টাকা** সহ আরও সুদ ৩১.০৩.২০২১ থেকে কার্যকর **গ) ১৬.০৭.২০২২** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ৬২.৯১ লক্ষ টাকা** **খ) ৬.২৯ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৬.	**ক) শাখা: পশ্চিম পুটিয়ারি (০৮৬৩২০)** **খ) মেসার্স ইশিকাস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস স্বত্বাধিকারী: কৌশিক চন্দ** ২৪৯এ ফ্ল্যাট-বি৩, মতিলাল গুপ্ত রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৮২ **গ) সুধীর কুমার (জামিনদার)** ২৪৯এ ফ্ল্যাট-বি৩, মতিলাল গুপ্ত রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৮২ **অ্যাকাউন্ট নং : ০৮৬৩২৫০০০৮০০৬** **সম্পত্তি আইডি: PUNBU45257070001**	স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এ-৩ এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এবং পরিমাপ প্রায় ৭৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা। ২-বেডরুম, একটি ড্রয়িং রুম সহ ডাইনিং, একটি বারান্দা/ব্যালকনি এবং ভবনটির চতুর্থ তলার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত যার প্রেমিসেস নং ৩২৭ পোস্টাল নং ২৩ শ্রী পল্লী, পূর্ব পুটিয়ারি, এখন গুরুচরণ নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০০৯৩, সেইসঙ্গে উল্লিখিত প্রেমিসেসের জমিতে অবিভক্ত অংশ বা ইন্টারেস্ট সহ সাধারণ অংশ এবং খতিয়ান নং ৫৯, দাগ নং ৬, মৌজা চাকদহ, জেএল নং ৪৪, থানা- রিজেন্ট পার্ক, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১৪ বোরো নং ১১, প্রেমিসেস নং ৩২৭ ডাক নং ২৩, **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে-ভূপাল চন্দ্র বিশ্বাসের প্লট, দক্ষিণে- জগবন্ধু সাহার প্লট, পূর্বে- অরুণ কুমার সাহা এবং পরেশ চন্দ্র সাহার প্লট, পশ্চিমে- কেএমসি রোড। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: (১) সুধীর কুমার (জামিনদার) (২) কৌশিক চন্দ (স্বত্বাধিকারী)** **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৭৫১৭৯, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৪৬৬১৩** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ২৩.০৮.২০১৯** **খ) ২২,৪৮,৯৩২.৭৮ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ১৫.১১.২০১৯** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ১৭.৬৪ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৭৭ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৭.	**ক) শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) শ্রী সুরজিৎ চক্রবর্তী ও শ্রীমতী রুপা চক্রবর্তী** গ্রাম - দক্ষিণ লস্করপুর, পোস্ট - লস্করপুর, থানা - নরেন্দ্রপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হোল্ডিং নং ৩৭৭, থানা - নরেন্দ্রপুর, পিন - ৭০০ ১০৩। **এছাড়াও এখানে:** পূর্বপাড়া লস্করপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৫৩। **অ্যাকাউন্ট নং : 0143300042024** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSURAJITCHAK**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মার্বেল মেঝে স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ৩য় তলে উক্ত জি+২ তলা বসবাসের ভবনে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০৩ বর্গফুট, কমবেশি, ২ বেড রুম, এক ড্রয়িং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা, সমন্বিত বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা - রামচন্দ্রপুর, জেএল নং ৫৮, আরএস ১৯৬, তৌজি নং ১১০, এলআর দাগ নং ৮৪২, এলআর খতিয়ান নং ২১১৫ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থা বনহুগলি নং ১, গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, হোল্ডিং নং ৩৭৭,, থানা- নরেন্দ্রপুর, সাবেক সোনারপুর এডিএসআর সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৪৪৫৫৮, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৮৯৬৩১** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ১৩.০১.২০২০** **খ) ২৩,১৪,৯৯২.০০ টাকা** সহ আরও সুদ **গ) ০৩.০৩.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ২১.৪১ লক্ষ টাকা** **খ) ২.১৫ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৮.	**ক) মূল শাখা : গাঙ্গুলিবাগান (০৩৬৪২০)** **খ) মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী : শুভঙ্কর আঢ্য** ১২এ, বকুলতলা লেন, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২। **অ্যাকাউন্ট নং : 0364250302890 এবং 0364300027441** **সম্পত্তি আইডি: PUNBOMENTERPRISE**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় দ্বিতল ভবনে পশ্চিম দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি ৫৪৪ বর্গফুট এবং অবিভক্ত জমি ১ কাঠা ১ ছটাক ২১ বর্গফুট কমবেশি যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১২এ বকুলতলা লেন, মৌজা - কসবা, জেএল নং ১৩, দাগ নং ৬৬২, খতিয়ান নং ৫২২, আরএস নং ২৩৩, তৌজি নং ১৪৫, ওয়ার্ড নং ৬৭, কলকাতা পৌরসংস্থা অধিক্ষেত্র অধীন থানা কসবা কলকাতা- ৭০০০৪২ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ। **মালিকের নাম : প্রয়াত রমেন্দ্র নাথ আঢ্য।** **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৫০৪৯১, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৮০০৮৪** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ১৬.০৭.২০২১** **খ) ১২,৪৬,৪০৬.৯০ টাকা** সহ আরও সুদ এবং চার্জ **গ) ১৬.১১.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ১৫.৩১ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৫৩ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৯.	**ক) মূল শাখা:** **বোসপুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০)** **খ) মেসার্স দত্ত'স ভ্যারাইটি স্টোর্স স্বত্বাধিকারী: দীপিকা দত্ত** ৮৩ বঙ্কু বিহারী চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৪২ **গ) দীপিকা দত্ত** ১২০ ডি শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৩১ **এছাড়াও:** ৩৩৩/এ, দম দম পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৫৫ **অ্যাকাউন্ট নং : ০০৭৪২৫০৩০৭৬০৪ এবং ০০৭৪৩০০০১৫৫৯৮** **সম্পত্তি আইডি : PUNBDUTTAVARIETY**	পাঁচ তলা ইটের বিল্ডিং এর ৫ম তলায় উত্তর-পূর্ব দিকে একটি মোজাইক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, এলাকার পরিমাপ ৫৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং সেইসঙ্গে ১/১০ ভাগে জমির আনুপাতিক শেয়ার সহ, বংশগতি, এবং প্রেমিসেসের পৌরসভা হোল্ডিং নং ৩৪৪/২ এখন ৫৪৭/৩, দম দম পার্ক, কলকাতা ৭০০ ০৫৫, থানা- দমদম এখন লেক টাউন, জেলা-২৪ পরগনা (উত্তর) এ.০.৫.৮ বিধাননগর, সল্টলেক সিটি এর অধীনে।, মৌজা-শ্যামনগর, জেএল নং ১৭, সিএস প্লট নং ২৪৬৬ এর অংশ। দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সীমার মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বিধাননগর, সল্টলেক সিটি এবং ডাক ঠিকানা ৩৩৩এ, দমদম পার্ক কৃষ্ণপুর রিফিউজি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, থানা- লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৫৫। **সম্পত্তিটি দীপিকা দত্ত এর নাম আছে,** স্বামী- মনোতাষ দত্ত। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- সড়কপথ, দক্ষিণে- প্লট নং ২৯৪ দমদম পার্ক,পূর্ব দিকে- প্লট নং ৩৩২ দমদম পার্ক,পশ্চিম দিকে- প্লট নং ৩৩৩/৮, দমদম পার্ক দ্বারা। **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৬০৭৬০০, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৪১৬৪৪৬** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ১৬.১১.২০২২** **খ) ৫২,০০,৭১৯.৬৬ টাকা** সহ আরও সুদ এবং চার্জ **গ) ০৩.০৩.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ১৫.৩০ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৫৩ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১০.	**ক) মূল শাখা:** **বোসপুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০)** **খ) গীতা মাইতি** **গ) মেসার্স গীতা মাইতি** গড়িয়া নবগ্রাম, ঝিল রোড, পোস্ট- পাঁচপোতা, থানা - সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৫২ **অ্যাকাউন্ট নং : ১০৬৯৬০১১০০০৫২৭** **সম্পত্তি আইডি : PUNBGITAMITY**	'সারদা ভ্যালি' নামক জি + ৩ তলা ভবনের ৪র্থ তলায় একটি সম্পূর্ণ মার্বেল মেঝের আবাসিক ফ্ল্যাট নং-৩সি, উত্তর-পশ্চিমমুখী, মোট সুপার-বিল্ট-আপ এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৭১০ বর্গফুট যার আছে দুটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা, হোল্ডিং নম্বর ২৫৮, উত্তর ধলুয়া, থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০৯৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উক্ত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ২০ ফুট চওড়া পৌর সড়ক, দক্ষিণ- ২৫ ফুট চওড়া পৌর সড়ক, পূর্ব - আরএস দাগনং-৪ এর অংশ, পশ্চিম- আরএস দাগ নং-৪ এর অংশ দ্বারা। **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৭৭৫১৫, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৪০৭২৪৩** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ২৫.০৭.২০২২** **খ) ২৭,৭১,৩৭৩.৮৬ টাকা** সহ আরও সুদ এবং চার্জ **গ) ১৮.১০.২০২২** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ২২.৬৪ লক্ষ টাকা** **খ) ২.২৭ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১১.	**ক) মূল শাখা- গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স শ্রী গুরু অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস** **গ) মেসার্স শ্রী গুরু অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস** পালপাড়া বলবন, বারুইপুর, কলকাতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৪৪। **অ্যাকাউন্ট নং : ০১৪৩২৫০০১১৩৫২** **সম্পত্তি আইডি: PUNBU60353276001**	প্লট নং এলআর ১৫২৬২, ১৫২৬১, খতিয়ান নং ৩৩৬৬, ২৪৩৬, জেএল নং ৩১, আরএস ৭১, মৌজা- মদারাট জিপি অধীনে বারুইপুর, মদারাট বলবন, থানা- পোস্ট- বারুইপুর, থানা - বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০ ১৪৪ এর অধীনে জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী বনানী দে,** স্বামী- শ্রী গৌতম দে (জামিনদার)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর-শেফালী ব্যানার্জীর জমি এবং দাগ নং ১৫২৬১ জমির অবশিষ্টাংশ, দক্ষিণে - ক্যানিং রোড, পূর্বে - ৮ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে - ১৬ ফুট চওড়া ব্রিকস সোলিং রোড। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৩৪৫৬৪৯, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৪৪৯৮৩৪** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ০২.০৫.২০১৯** **খ) ৮৪,৫৮,৯৫৭.০০ টাকা** সহ আরও সুদ **গ) ১৯.০৮.২০১৯** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ৪৭.৬০ লক্ষ টাকা** **খ) ৪.৭৬ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১২.	**ক) মূল শাখা : গড়িয়া** **খ) মেসার্স আর.এস.টি. প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি স্বত্বাধিকারী- রঞ্জনা চৌবে** **গ) রঞ্জনা চৌবে** ১৮৯, রায় বাহাদুর রোড, মেইল-২৪০, বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩। **অ্যাকাউন্ট নং : ০১৪৩২৫০০১২০৯৬** **সম্পত্তি আইডি : PUNBRST001**	নাহাজারী গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা নাহাজারীর অধীনে প্রায় ৮.২৫ ডেসিমেল পরিমাপের শালি জমি এবং কারখানার এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১৪, আরএস নং ৯১, তৌজি নং ৩৫২, পরগনা - বালিয়া, আরএস খতিয়ান নং ২১৫০ আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪১৯৮, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা শ্রীমতী রঞ্জনা চৌবে এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১৬১৩০৬৪৬৩ এর মাধ্যমে এডিএসআর বিষ্ণুপুর, আলিপুর ৪ এর জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর দিকে - আরএস দাগ নং ১১৪৯, দক্ষিণে - আরএস দাগ নং ১১৯৮, পূর্ব দিকে - ২৫' কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে - আরএস দাগ নং ১১৪৮। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: রঞ্জনা চৌবে,** স্বামী- গোপাল চৌবে। **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৪০৪৭, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.২৫০৫৬** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ১৬.০৭.২০২১** **খ) ৫৫,৫৫,২৭৬.৯০ টাকা** সহ ০১.০৪২০২১ কার্যকর আরও সুদ **গ) ০৩.০২.২০২২** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ২৩.৬৭ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৩৭ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৩.	**ক) মূল শাখা: গড়িয়াহাট** **খ) মেসার্স চন্দ্রিমা কন্সট্রাকশনাল কর্পোরেশন, স্বত্বাধিকারী- শ্রী উৎপল সর্বাধিকারি** **অফিস-** ১০/৩, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯। **গ) শ্রী উৎপল সর্বাধিকারি** পিতা- প্রয়াত সুধাংশু সর্বাধিকারি ১০/৩, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৯। **অ্যাকাউন্ট নং : ০০৯২৩০০০১১৫৭৭** **সম্পত্তি আইডি : PUNB826520200053**	উল্লেখিত সম্পত্তি "ম্যাগনাম শপিং-কাম-রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স"-এর প্রথম তলা এবং ২য় তলায় বাণিজ্যিক দোকান যার হোল্ডিং নং ১৪/১, কুলপি রোড, ভট্টাচার্য পাড়া, পোস্ট ও থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১৪৪ বারুইপুর পৌরসভার অধীনে অবস্থিত। মোট পরিমাপ ১০৬৮২ বর্গফুট। (১ম তল = ৩৮০০ + ২য় তল = ৬৮৮২)। **স্বত্বাধিকারীর নাম : শ্রী উৎপল সর্বাধিকারী।** **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৩৫৫০৮, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৪৩৫৮৩** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ০৪.০৭.২০১১** **খ) ৯৮,৮৭,৪৫৭.০০ টাকা** তদুপরি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সহ আরও সুদ এবং চার্জ। **গ) ০২.০৬.২০১২** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)**	**ক) ৩১৭.২৬ লক্ষ টাকা** **খ) ৩১.৭৩ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ৩.০০ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৪.	**ক) মূল শাখা : কলকাতা এসএসআই (০৮৮০১০)** **খ) মেসার্স বিএসইআরএআইএল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাঃ লিঃ** **রেজিস্টার্ড ঠিকানা** - ৪, যতীন দাস রোড, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০ ০২৯, পশ্চিমবঙ্গ **গ) ১. শ্রীমতী কুসুম আগরওয়াল (বন্ধকদাতা ও জামিনদার)** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল **২. শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা ও জামিনদার)** পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল **৩. শ্রী কুণাল আগরওয়াল (ডিরেক্টর ও জামিনদার)** পিতা- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল **সকলেরই ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৬ই এবং ৬ডি, ৭ম তল, টাওয়ার - ৪, ডায়মন্ড সিটি সাউথ, ৫৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, শরৎ পল্লী, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৪১, পশ্চিমবঙ্গ। **এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং ১১সি, সিটি হাই, ৮৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩, পশ্চিমবঙ্গ। **অ্যাকাউন্ট নং : ০৮৮০৪০১১০০১১৪৬ এবং অন্যান্য** **সম্পত্তি আইডি : PUNBBSERAIL001**	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য় তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ১৪৩৫ (এক হাজার চারশত পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । ৪৬ নং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেসে আইডিয়াল রেসিডেন্সি নামক কমপ্লেক্সের ব্লক-ডি অংশে সেইসঙ্গে আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস ১ (এক) টি মাঝারি আকারের গাড়ি পার্ক করার অধিকার সহ যার নং বি-১২৪ (ডি- ১এ) উল্লিখিত আইডিয়াল রিজেন্সির প্রেমিসেসের বেসমেন্ট ফ্লোরে পরিমাপ প্রায় ১৩৫ বর্গফুট, ডায়মন্ড হারবার রোড (পোস্টাল ঠিকানা- ১৮২/১১৫, ডায়মন্ড হারবার রোড), থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের, সীমার মধ্যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী কুসুম আগরওয়াল,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত** - উত্তর - খাদ (পি), ফ্ল্যাট নং ১সি এবং নালী (পি); দক্ষিণ - খোলা আকাশ; পূর্ব - অন্যান্য ফ্ল্যাট, পশ্চিম- লিফট এবং সিঁড়ি দ্বারা। **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৬২৩৪৩, দ্রাঘিমাংশ: ৮০.৩০৬১২২** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ২৩.১২.২০২২** **খ) ৫,৩৫,৫২,৩৯৯.৩৭ টাকা** সহ আরও সুদ **গ) ১৭.০৪.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ৭২.৪৫ লক্ষ টাকা** **খ) ৭.২৫ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ১.০০ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৫.	**ক) মূল শাখা : কলকাতা এসএসআই (০৮৮০১০)** **খ) মেসার্স বিএসইআরএআইএল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাঃ লিঃ** **রেজিস্টার্ড ঠিকানা** - ৪, যতীন দাস রোড, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০ ০২৯, পশ্চিমবঙ্গ **গ) ১. শ্রীমতী কুসুম আগরওয়াল (বন্ধকদাতা ও জামিনদার)** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল **২. শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা ও জামিনদার)** পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল **৩. শ্রী কুণাল আগরওয়াল (ডিরেক্টর ও জামিনদার)** পিতা- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল **সকলেরই ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৬ই এবং ৬ডি, ৭ম তল, টাওয়ার- ৪, ডায়মন্ড সিটি সাউথ, ৫৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, শরৎ পল্লী, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৪১, পশ্চিমবঙ্গ। **এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং ১১সি, সিটি হাই, ৮৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩, পশ্চিমবঙ্গ। **অ্যাকাউন্ট নং : ০৮৮০৪০১১০০১১৪৬ এবং অন্যান্য** **সম্পত্তি আইডি : PUNBBSERAIL002**	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৫ডি, ৬ষ্ঠ তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ১৬৭০ (এক হাজার ছয়শ সত্তর) বর্গফুটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ৪৬ নং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেসে আইডিয়াল রেসিডেন্সি নামক কমপ্লেক্সে সেইসঙ্গে আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস ১ (এক) টি মাঝারি আকারের গাড়ি পার্ক করার অধিকার সহ যার নং বি-১১৩ (এ-৫ডি) উল্লিখিত আইডিয়াল রিজেন্সির প্রেমিসেসের বেসমেন্ট ফ্লোরে পরিমাপ প্রায় ১৩৫ বর্গফুট, ডায়মন্ড হারবার রোড (পোস্টাল ঠিকানা- ১৮২/১১৫, ডায়মন্ড হারবার রোড), থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের, সীমার মধ্যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **স্বত্বাধিকারী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল,** পিতা-. শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - খোলা আকাশ; দক্ষিণ - ফ্ল্যাট নং ৫ই; পূর্ব- খোলা আকাশ; পশ্চিম - সিঁড়ি দ্বারা। **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৬১৭৬২, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩০৫৮৮৭** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ২৩.১২.২০২২** **খ) ৫,৩৫,৫২,৩৯৯.৩৭ টাকা** সহ আরও সুদ **গ) ১৭.০৪.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ৮৭.৪০ লক্ষ টাকা** **খ) ৮.৭৪ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ১.০০ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৬.	**ক) মূল শাখা : কলকাতা ৫৫১ (০৮৮০১০)** **খ) মেসার্স বিএসইআরএআইএল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাঃ লিঃ** **রেজিস্টার্ড ঠিকানা** - ৪, যতীন দাস রোড, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০ ০২৯, পশ্চিমবঙ্গ **গ) ১. শ্রীমতী কুসুম আগরওয়াল (বন্ধকদাতা ও জামিনদার)** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল **২. শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা ও জামিনদার)** পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল **৩. শ্রী কুণাল আগরওয়াল (ডিরেক্টর ও জামিনদার)** পিতা- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল **সকলেরই ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৬ই এবং ৬ডি, ৭ম তল, টাওয়ার - ৪, ডায়মন্ড সিটি সাউথ, ৫৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, শরৎ পল্লী, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৪১, পশ্চিমবঙ্গ। **এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং ১১সি, সিটি হাই, ৮৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩, পশ্চিমবঙ্গ। **অ্যাকাউন্ট নং : ০৮৮০৪০১১০০১১৪৬ এবং অন্যান্য** **সম্পত্তি আইডি : PUNBBSERAIL003**	১২তম তলায় আবাসিক ইউনিট (ফ্ল্যাট) নং ১১-সি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার প্রায় ১১৩২ (এক হাজার একশত বত্রিশ) বর্গফুট বিল্টআপ এলাকা রয়েছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ, সিটি হাই নামক কমপ্লেক্সের টাওয়ার-১-এ গঠিত মিউনিসিপ্যাল প্রিমিসেস নং ৮৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৭০০০৩৩, থানা-যাদবপুরে একটি বিভক্ত এবং সীমাবদ্ধ অংশে নির্মিত। সাব-রেজিস্ট্রেশন জেলা- আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের ৯৪ নং ওয়ার্ডের মধ্যে। **স্বত্বাধিকারী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল,** পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - লবি (পি), সিঁড়ি (পি) এবং লিফট (পি); দক্ষিণ - খোলা আকাশ; পূর্ব - খোলা আকাশ; পশ্চিম - ফ্ল্যাট নং ১১ বি দ্বারা। **সম্পত্তির অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৫০০৯১৮, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৪৮২৭৮** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ২৩.১২.২০২২** **খ) ৫,৩৫,৫২,৩৯৯.৩৭ টাকা** সহ আরও সুদ **গ) ১৭.০৪.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ১৩৫.২০ লক্ষ টাকা** **খ) ১৩.৫২ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ৩.০০ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৭.	**ক) মূল শাখা: গড়িয়াহাট (০০৯২২০)** **খ) মেসার্স জ্যাপ স্ট্রেচ প্রাঃ লিঃ** **গ) মেসার্স জ্যাপ স্ট্রেচ প্রাঃ লিঃ** ২২, বালিগঞ্জে টেরেস, কলকাতা - ৭০০ ০২৯ **অ্যাকাউন্ট নং : ০০৯২২৫০০৫২৫২১** **সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200072**	মৌজা-রায়নগরে প্রণবানন্দ অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত জি+৩ তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ১১০ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার সুপার বিল্ট এরিয়া ৭৪৮ বর্গফুট, জেএল নং ৩৩, খতিয়ান নং ১৫৪, সিএস প্লট নং ৬৮৯, তৌজি নং ৫৬, প্রেমিসেস নং ৬৫/৪, জোড়াবাগান রোড, থানা - যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ৯৯, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, পিন - ৭০০ ০৪৭, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - দেবজ্যোতি অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণে - জোড়াবাগান রোড, পূর্বে - সোমনাথ সাহার বাড়ি, পশ্চিমে - অরুণ নন্দীর বাড়ি। **সম্পত্তির মালিক: মেসার্স জ্যাপ স্ট্রেচ প্রাঃ লিঃ।** **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৫০০৯১৮, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৪৮২৭৮** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ১৪.০১.২০১৫** **খ) ২,৬০,৪০,০৬২.০০ টাকা** সহ আরও সুদ ৩১.১২.২০১৪ থেকে কার্যকর **গ) ২৯.০৪.২০১৫** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ১৪.৭০ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৪৭ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৮.	**ক) মূল শাখা- ল্যান্সডাউন (০৩১৫২০)** **খ) ১. নির্মল গায়েন,** পিতা- দশরথ গায়েন **২. শ্রীমতী রিংকু গায়েন,** স্বামী-নির্মল গায়েন ২৪৭, সোদপুর ফার্স্ট লেন, পোস্ট - হরিদেবপুর, থানা হরিদেবপুর, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা - ৭০০ ০৮২। **গ) ১. নির্মল গায়েন,** পিতা- দশরথ গায়েন **২. শ্রীমতী রিংকু গায়েন,** স্বামী-নির্মল গায়েন ফ্ল্যাট নং ২, ১১৬০এ, ওস্তাদ আমির খান সরণি, জেলা - ২৪ পরগণা দক্ষিণ, কলকাতা - ৭০০ ০৮২। **অ্যাকাউন্ট নং : ০৩১৫৩০০৫০০০৭২** **সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200092**	দুটি ফ্ল্যাট যৌথভাবে পরিমাপ ১৬১৫ বর্গফুট (কমবেশি) সুপার বিল্টআপ এরিয়া সমন্বিত মার্বেল ফ্লোর সমন্বিত সমগ্র ৩য় তলার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার আছে ৩ বেড রুম ১ ড্রয়িং, ১ ডাইনিং সমন্বিত, ১টি রান্নাঘর, ১টি পূজা ঘর, ১টি টয়লেট, ১টি ডব্লিউসি এবং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১১৬০এ, ওস্তাদ আমির খান সরণি, থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা- ৭০০০৮২, কেএমসি-র ওয়ার্ড নং ১২২, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - ১১৬০ ওস্তাদ আমির খান সরণি, দক্ষিণে - ১০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, পূর্বে - ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, পশ্চিমে - আগরওয়ালার বিল্ডিং। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : নির্মল গায়েন।** **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৫০০৯১৮, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৪৮২৭৮** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ০২.০৩.২০১৮** **খ) ৩২,৩০,৯১২.০০ টাকা** সহ আরও সুদ ০১.০৬.২০১৯ থেকে কার্যকর **গ) ০৪.১১.২০১৯** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ২৭.৮৪ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৭৯ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৯.	**ক) মূল শাখা: রিজেন্ট পার্ক** **খ) মেসার্স ঘোষ ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস স্বত্বাধিকারী- রাজু ঘোষ** ৪/৮৩, চণ্ডীতলা লেন, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৪০। **গ) রাজু ঘোষ,** পিতা- শ্রী মনীন্দ্র ঘোষ, প্রেমিসেস নং ১৯৪৮, মুকুন্দপুর, সম্মিলনী পার্ক, থানা - পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৫। **অ্যাকাউন্ট নং : ০১০৬২১০০১৮৫৫৯** **সম্পত্তি আইডি: PUNBGHOSHELECT01**	কমবেশি ১১৫০ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ এলাকা সমন্বিত আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় তলারন্যায়সঙ্গত বন্ধক এবং সেইসঙ্গে জি+৪ তলা ভবনের প্রথম তলায় একটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ এবং প্রায় ২ কাঠা ৮ ছটাক ৩৬ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং চকমাসুর মৌজায় অবস্থিত, পরগণা-খাসপুর, জেএল নং ৩০, আরএস নং ২১½ , তৌজি নং ১৫১, আরএস দাগ নং ৫৩ এর অংশ, আরএস খতিয়ান নং ৩৪ এর অধীনে, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯ এর সীমানায় প্রেমিসেস নং ১৯৪৮, মুকুন্দপুর, থানা- পূর্ব যাদবপুর, কোলকাতা - ৭০০ ০৭৫ । সমগ্র **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - আরএস দাগ নং ৫৩ এর অংশ, দক্ষিণ-৩৩ ফুট চওড়া রোড, পূর্ব - আরএস. দাগ নং ৫৩ এর অংশ, পশ্চিম- আরএস দাগ নং ৫৩ এর অংশ । **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রী রাজু ঘোষ,** পিতা- মনীন্দ্র ঘোষ। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪৮৪৬৬৯, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৯১৪৯৫** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ১২.১২.২০১৯** **খ) ৭৭,৯৮,২৯৮.০৫ টাকা** সহ আরও সুদ ০১.১২.২০১৯ থেকে কার্যকর **গ) ০৫.০২.২০২০** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা** **খ) ৩.৫৯ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
২০.	**ক) মূল শাখা: রিজেন্ট পার্ক** **খ) মেসার্স ঘোষ ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস স্বত্বাধিকারী- রাজু ঘোষ** ৪/৮৩, চণ্ডীতলা লেন, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৪০। **গ) রাজু ঘোষ,** পিতা- শ্রী মনীন্দ্র ঘোষ, প্রেমিসেস নং ১৯৪৮, মুকুন্দপুর, সম্মিলনী পার্ক, থানা - পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৫। **অ্যাকাউন্ট নং : ০১০৬২১০০১৮৫৫৯** **সম্পত্তি আইডি: PUNBGHOSHELECT02**	কমবেশি ১১৫০ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ এলাকা সমন্বিত আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ তৃতীয় তলার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এবং থার্ড ফ্লোরের সামনের অংশে ৭০০ বর্গফুটের সুপার বিল্টআপ এলাকা সহ, সেইসঙ্গে জি+৪ তলা ভবনের প্রথমতলায় দুটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ এবং প্রায় ২ কাঠা ৮ ছটাক ৩৬ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং চকমাসুর মৌজায় অবস্থিত, পরগণা-খাসপুর, জেএল নং ৩০, আরএস নং ২১½ , তৌজি নং ১৫১, আরএস দাগ নং ৫৩ এর অংশ, আরএস খতিয়ান নং ৩৪ এর অধীনে, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯ এর সীমানায় প্রেমিসেস নং ১৯৪৮, মুকুন্দপুর, থানা- পূর্ব যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০ ০৭৫। **সমগ্র সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - আরএস দাগ নং ৫৩ এর অংশ, দক্ষিণ-৩৩ ফুট চওড়া রোড, পূর্ব - আরএস. দাগ নং ৫৩ এর অংশ, পশ্চিম- আরএস দাগ নং ৫৩ এর অংশ । **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী রাজু ঘোষ,** পিতা- মনীন্দ্র ঘোষ। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪৮৪৬৬৯, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৯১৪৯৫** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ১২.১২.২০১৯** **খ) ৭৭,৯৮,২৯৮.০৫ টাকা** সহ আরও সুদ ০১.১২.২০১৯ থেকে কার্যকর **গ) ০৫.০২.২০২০** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ৫৮.৬৭ লক্ষ টাকা** **খ) ৫.৮৭ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
২১.	**ক) মূল শাখা: রিজেন্ট পার্ক** **খ) মেসার্স ঘোষ ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস স্বত্বাধিকারী- রাজু ঘোষ** ৪/৮৩, চণ্ডীতলা লেন, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৪০। **গ) রাজু ঘোষ,** পিতা- শ্রী মনীন্দ্র ঘোষ, প্রেমিসেস নং ১৯৪৮, মুকুন্দপুর, সম্মিলনী পার্ক, থানা - পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৫। **অ্যাকাউন্ট নং : ০১০৬২১০০১৮৫৫৯** **সম্পত্তি আইডি: PUNBGHOSHELECT03**	সুপার বিল্টআপ এরিয়া ৪৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট থার্ড ফ্লোরের পিছনের অংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। এবং প্রায় ২ কাঠা ৮ ছটাক ৩৬ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং চকমাসুর মৌজায় অবস্থিত, পরগণা-খাসপুর, জেএল নং ৩০, আরএস নং ২১½ , তৌজি নং ১৫১, আরএস দাগ নং ৫৩ এর অংশ, আরএস খতিয়ান নং ৩৪ এর অধীনে, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯ এর সীমানায় প্রেমিসেস নং ১৯৪৮, মুকুন্দপুর, থানা- পূর্ব যাদবপুর, কোলকাতা - ৭০০ ০৭৫। **সমগ্র সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - আরএস দাগ নং ৫৩ এর অংশ, দক্ষিণ-৩৩ ফুট চওড়া রোড, পূর্ব - আরএস. দাগ নং ৫৩ এর অংশ, পশ্চিম- আরএস দাগ নং ৫৩ এর অংশ । **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী রাজু ঘোষ,** পিতা- মনীন্দ্র ঘোষ। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪৮৪৬৬৯, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৯১৪৯৫** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ১২.১২.২০১৯** **খ) ৭৭,৯৮,২৯৮.০৫ টাকা** সহ আরও সুদ ০১.১২.২০১৯ থেকে কার্যকর **গ) ০৫.০২.২০২০** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ১৩.০৪ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৩১ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
২২.	**ক) শাখা: গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) ১. শ্রী প্রভাত মন্ডল,** পিতা- নীরদবরন মন্ডল **২. শ্রীমতী সুলতা মন্ডল** আলদিয়া শ্যামপুর মগরাহাট -২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিদা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৩৫৫। **অ্যাকাউন্ট নং : ০১৪৩৩০০০৩৮৮৪৫** **সম্পত্তি আইডি: PUNPROVATM01**	দোতলা আবাসিক ভবন সহ ১৩ ডেসিমেল ডাঙ্গা জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা - শ্যামপুর, গ্রাম ও পোস্ট- আলিদা এ অবস্থিত। জেএল ৪৩, আরএস খতিয়ান ৮৯৮, এলআর খতিয়ান ৩৩৪৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪২৮৭ এবং ৪২৮৮ ধামুয়া দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারের অধীনে, থানা - মগরাহাট, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, পিন - ৭৪৩ ৩৫৫, বিক্রয় দলিল নং আই-৩৫২৪, ২০১২ সালের, এডিএসআর - মগরাহাট এ নিবন্ধিত যা **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ১০ ফুট পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণ - জয়দেব চক্রবর্তী, পূর্ব - কানাই লাল বিশ্বাস, পশ্চিম- ১০ ফুট পঞ্চায়েত রোড দ্বারা । **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.২৯৭০৮৯, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৭৪৮৯৯** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ২৩.১২.২০২১** **খ) ১৪,০৮,৯০৩.৮৫ টাকা** সহ আরও সুদ **গ) ১২.০৪.২০২২** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ২৫.২৮ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৫৩ লক্ষ টাকা (১৬.১১.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
২৩.	**ক) শাখা: কলকাতা বেহালা (ই-ওবিসি) (১১২১১০)** **খ) মহঃ জাহিদ** কৈলাশনগর, নলডাঙ্গা, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া (হুগলী), পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২ ১২৩ **অ্যাকাউন্ট নং : ১১২১৬০১১০০০৬০১** **সম্পত্তি আইডি: PUNBMDZAHID01**	অপরাজিতা অ্যাপার্টমেন্টে পঞ্চম তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি১/৪ -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ ৮৪০ বর্গফুট, সুকান্ত নগর, পোস্ট- রবীন্দ্রনগর, থানা - চুঁচুড়া, জি.টি. রোড, হুগলী, পঃবঃ, পিন - ৭১২ ১০৩, মৌজা- ধরমপুর, জেএল নং ১৭, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৩, আর.এস. দাগ নং ১০৪ (পি), এলআর দাগ নং ১৪৩(পি), এডিএসআর ও থানা - চুঁচুড়া, ডি.এস.আর. - হুগলী-তে কমবেশি ১৩ কাঠা ০৬ ছটাক জমিতে অবস্থিত, মৌজা - ধরমপুর, কোদালিয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে হোল্ডিং নং ৭৪৪৬, জেলা- হুগলী, পঃবঃ, পিন- ৭১২ ১০৩। এই সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মহঃ জাহিদ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ৫' ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে- জিটি রোড, দক্ষিণে- ২০' ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে- ৬' ফুট চওড়া রাস্তা এবং আংশিকভাবে অন্যের প্লট। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৮৯৪৫০৮, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৮১৬১৮** (গুগল ম্যাপ)	**ক) ২০.০৩.২০২৩** **খ) ২১,৪৫,৩৮৭.৫০ টাকা** সহ আরও সুদ **গ) ০৭.০৭.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল** **(ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)**	**ক) ১৮.৩০ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৮৩ লক্ষ টাকা (১৬.১১.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা

এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠায় ...

লম্বা পোস্টে 'হিন্দুত্ব'-র অর্থ বোঝালেন রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর: গান্ধি জয়ন্তীর প্রাক্কালে 'হিন্দুত্ব' নিয়ে দীর্ঘ পোস্ট করলেন কংগ্রেস নেতা। বোঝানোর চেষ্টা করলেন, হিন্দুত্ব মানে শুধু আমিত্ব নয়। শুধু নিজের ধর্মের বা নিজের কথা ভাবার নয়। একজন হিন্দু সবার কথা ভাবতে পারে। একজন হিন্দু ভয়কে জয় করতে পারে। একজন হিন্দু যন্ত্রণা এবং কষ্টের মহাসাগরে ভেসে গেলেও নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখার সামর্থ্য রাখে।

সত্যম-শিবম-সুন্দরম শীর্ষক ওই সোশাল মিডিয়া পোস্টে কংগ্রেস নেতার বক্তব্য, 'জীবনের মহাসাগরে প্রতিনিয়ত তাড়া করছে মৃত্যুর ভয়, ক্ষুধার ভয় এবং কিছু হারানোর ভয়। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রত্যাখ্যাত এবং অপদস্ত হওয়ার ভয়ও। সেই ভয়কে জয় করে সবার জন্য ভাবতে হবে। রাহুল বলেন, হিন্দুত্বের এই পথ কারও একার নয়। সবার জন্য উন্মুক্ত। সত্য ও অহিংসার বাণীকে তুলে ধরা সমস্ত হিন্দুর একান্ত কর্তব্য। কেউ যদি নিজেকে হিন্দু বলে মনে করেন তাহলে শত্রুতা ভুলে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত।'

নাম না করে এদিনও আরএসএসকে নিশানা করে সম্প্রীতির বার্তাও দিয়েছেন রাহুল। তাঁর বক্তব্য, প্রত্যেক প্রকৃত হিন্দুর উচিত দরিদ্র ও নিঃস্বদের সেবা করা ও ধর্মকে রক্ষা করা। হিন্দুত্বের এই পথে যে কেউ হাঁটতে পারে। সর্বধর্মের রক্ষার এই নীতি নিলেই জীবনে প্রকৃত পথ খুঁজে পাওয়া যায়। বস্তুত এদিন কংগ্রেস নেতা হিন্দুত্ব নিজের উপলব্ধির তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন। তবে তাঁর এই দীর্ঘ বার্তায় কোথাও না কোথাও বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, প্রকৃত হিন্দু কখনও মানুষে মানুষে বিভেদ করে না। সর্বধর্ম সমন্বয় রক্ষা করে।

সিংহের হামলায় মর্মান্তিক পরিণতি চিড়িয়াখানার কর্মীর

টোকিও, ১ অক্টোবর: জাপানে সিংহের হামলায় মৃত্যু হল চিড়িয়াখানার এক কর্মীর। সিংহটিকে খাবার দেওয়ার পরে খাঁচার দরজা আটকাতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। তাতেই ভয়ংকর বিপত্তি ঘটে যায়। আচমকা শ্বাপদটি হামলা চালায় প্রৌঢ় কর্মীর উপরে। খাঁচায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন তিনি। বিষয়টি নজরে আসতেই তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

দুর্ঘটনার পর নিরাপত্তার কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ফুকুশিমার ওই চিড়িয়াখানাটি। ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে কাতোর পরিবারের প্রতি বার্তা দিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। পার্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট নরিচিকা কুমাকুবো বলেন, 'আমরা কাতো এবং তার পরিবারের কাছে গভীরভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।' ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জাপানের ফুকুশিমা অঞ্চলের তোহোকু সাফারি পার্কে ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা। মৃত্যু হয়েছে ৫৩ বছরের কেনিচি কাতোর। জাপানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঘ, সিংহ, ভালুকের মতো মাংসাশী প্রাণীর দেখভাল করতেন কাতো। বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিদিনের মতোই খাবার দিতে ঢুকেছিলেন সিংহের খাঁচায়। সাফারি পার্কের চিড়িখানার অন্য কর্মীদের বক্তব্য, সাধারণত মুহূর্তের জন্য খাঁচা খুলে খাবার দিয়েই দরজা বন্ধ করে দেন কর্মীরা। কিন্তু ভুল করেছিলেন কাতো।

জানা গিয়েছে, খাঁচা খুলে খাবার দেওয়ার দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। এরপর কোনও কারণে মেজাজ হারিয়ে হামলা চালায় সিংহটি। অন্য কর্মীরা হঠাৎই খেয়াল করেন, সিংহের খাঁচার এক ধারে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছেন কাতো। তাঁর গলা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রাণ হারান চিড়িয়াখানা কর্মী।

তেলঙ্গানায় ১৩,৫০০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস মোদির

হায়দরাবাদ, ১ অক্টোবর: সামনেই তেলঙ্গানায় বিধানসভা ভোট। তার আগে 'কল্পতরু' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার তেলঙ্গানা সফরে গিয়ে ১৩,৫০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি রাজ্যের পরিকাঠামো থেকে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বিআরএস সরকারকে একহাত নেন তিনি। নমো-র কটাক্ষ থেকে বাদ পড়েনি কংগ্রেসও।

এদিন মূলত নির্বাচনী প্রচারে তেলঙ্গানা সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক জনসভা করার পাশাপাশি মাহবুবনগরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখান থেকেই ১৩,৫০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী। যার মধ্যে রাস্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেলওয়ে পরিকাঠামো-সহ একাধিক ক্ষেত্র রয়েছে। এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন হলে তেলঙ্গানার জনগণ বিশেষ উপকৃত হবেন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে রাজ্যের পরিকাঠামো পরিস্থিতি তুলে ধরে চন্দ্রশেখর রাওয়ের সরকার-সহ কংগ্রেসকে একযোগে তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিআরএস-এর অলস প্রশাসনে তেলঙ্গানার জনগণ ক্লান্ত এবং কংগ্রেসও ভরসাযোগ্য নয়।' বিআরএস ও কংগ্রেস পরিবারতান্ত্রিক দল এবং তাদের জনগণের সেবা করার কোনও ইচ্ছা নেই বলেও তোপ দাগেন নরেন্দ্র মোদি।

এদিন মাহবুবনগরে এক সরকারি অনুষ্ঠান থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করা হলেও সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেননি তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখর রাও। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়, এদিন প্রধানমন্ত্রী নাগপুর-বিজয়ওয়াড়া ইকোনমিক করিডর, ১৬৩জি জাতীয় সড়ক শাখার ওয়ারাঙ্গাল থেকে খাম্মাম পর্যন্ত ১০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের গ্রিনফিল্ড হাইওয়ে এবং খাম্মাম থেকে বিজয়ওয়াড়া পর্যন্ত ৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রিনফিল্ড হাইওয়ে রয়েছে। এছাড়া ৩৬৫বিবি জাতীয় সড়ক শাখার সূর্যাপেট থেকে খাম্মাম পর্যন্ত চার লেনের প্রায় ২, ৪৬০ কোটি টাকার রোড প্রজেক্ট দেশবাসীকে উৎসর্গ করেছেন তিনি। এটি হায়দরাবাদ-বিশাখাপত্তনম করিডরের উন্নয়নের অংশ।

এদিন কৃষ্ণা স্টেশন থেকে হায়দরাবাদ-রায়চূড়-হায়দরাবাদ ট্রেন পরিষেবারও সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আবার ২,১৭০ কোটি বাজেটের হাসান-চেরলাপল্লি এলপিজি পাইপলান প্রজেক্ট এবং ভারত পেট্রলিয়াম কর্পোরেশনের মাল্টি প্রোডাক্ট পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন-এর শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এছাড়া হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি নতুন ভবনেরও দ্বারোদঘাটন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তামিলনাড়ুতে ১০০ ফুট গভীর খাদে পড়ল বাস, মৃত ৩ মহিলা-সহ ৮

চেন্নাই, ১ অক্টোবর: শনিবার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ুর মারাপালামের কাছে খাদে পড়ে গেল পর্যটক বোঝাই একটি বাস। এই ঘটনায় তিন মহিলা-সহ অন্তত আটজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। কোয়েম্বাত্তুর জোনের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, সর্বণ সুন্দর বলেছেন, 'দুর্ঘটনায় অন্তত আটজন মারা গিয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এ কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, সেই বিষয়ে তদন্ত চলছে।'

কুনুর সরকারি হাসপাতালের জয়েন্ট ডিরেক্টর পলানি স্বামীও জানিয়েছেন ৮ জনকে মৃত অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে আনা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে তিনজন মহিলা এবং বাকিরা পুরুষ। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুসারে এই দুর্ঘটনায় আরও অন্তত ২৫ জন পর্যটক আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, বাসটি কোয়েম্বাটোর জেলার উটি থেকে মেট্টুপালায়মের দিকে যাচ্ছিল। মাঝপথে কুনুরের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় এক পুলিশ কর্তা বলেছেন, 'বাসে সব মিলিয়ে ৫৫ জন যাত্রী ছিলেন। তার মধ্যে ৩৫ জন আহত হয়েছেন এবং তাঁদের চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সে করে কুন্নুর সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।' প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বেপরোয়া গতিতে চলছিল বাসটি। আচমকা চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। কুনুরের কাছে মারাপালামে ১০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি।

বাস দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারবর্গের জন্য দুই লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। স্ট্যালিন আরও জানিয়েছেন, এই ঘটনায় গুরুতর আহতদের আর্থিক সহায়তা হিসাবে ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে এবং কম আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হবে। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবি এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

পাকিস্তানেই খুন ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল চক্রী

ইসলামাবাদ, ১ অক্টোবর: ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদের সহযোগী মুফতি কায়সর ফারুক খুন পাকিস্তানের করাচি শহরে। শনিবার লস্কর জঙ্গির উপর গুলি চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। কায়সর ফারুকের পিঠে গুলি লাগে। দ্রুত তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। গোয়েন্দাদের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় ছিল মুফতি। কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তা খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে করাচি পুলিশ।

কায়সার ফারুক জঙ্গি সংগঠন লস্করের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদের সহযোগী বলেই পরিচিত। পাকিস্তানের সংবাদপত্র ডনের দাবি, শনিবার করাচির সামানাবাদ এলাকায় একটি ধর্মীয় স্থানে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা ৩০ বছরের লস্কর জঙ্গির উপরে হামলা চালায়। জানা গিয়েছে, ওই হামলায় পিঠে গুলি লাগে জঙ্গি নেতার। দ্রুত তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অসমর্থিত সূত্রের দাবি, একটি সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে লস্কর জঙ্গির উপর হামলার ঘটনা দেখা গিয়েছে। দাবি করা হচ্ছে, অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে দশ বছরের এক বালকেরও মৃত্যু হয়েছে।

তুরস্কের পার্লামেন্টের বাইরেই আত্মঘাতী হামলা

ইস্তানবুল, ১ অক্টোবর: তুরস্কের পার্লামেন্টের বাইরে বিরাট বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণে দুই পুলিশ অফিসার গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বিস্ফোরণের পাশাপাশি গুলিও চলেছে বলে জানা গিয়েছে। এই বিস্ফোরণকে জঙ্গি হামলা বলে জানিয়েছে সেদেশের প্রশাসন।

রবিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ আচমকাই বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কোরায় অবস্থিত পার্লামেন্ট সংলগ্ন অঞ্চল। ভবনের মূল ফটকের খুব কাছে ওই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। তুরস্কের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রক জানিয়েছে, দুজন হামলাকারী একটি গাড়ি করে ঘটনাস্থলে হাজির হয়। তাদের মধ্যে একজন আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটালেও অন্যজনকে ধরে ফেলা সম্ভব হয়েছে। তার শরীরে লাগিয়ে রাখা বিস্ফোরককে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, রবিবার হলেও এদিন তুরস্কের পার্লামেন্টে অধিবেশন ছিল। ঠিক তার আগেই ঘটে যায় বিস্ফোরণ। অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করার কথা ছিল তুরস্কের প্রেসিডেন্টের। স্বাভাবিক ভাবেই এমন জঙ্গি হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এখনও পর্যন্ত আর কেউ হতাহতের কথা জানা যায়নি। তবে স্থানীয় টিভি চ্যানেলের দাবি, ঘটনাস্থলে গুলি বিনিময়ের কথা জানা গিয়েছে।

হিমাচল প্রদেশে স্বচ্ছতা অভিযানে সামিল অনুরাগ ঠাকুর

হামিরপুর, ১ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশে পালিত হল স্বচ্ছ অভিযান। গান্ধি জয়ন্তীর আগের দিন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। মোদি, শাহ, নাড্ডার মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরও অংশ নিয়েছিলেন স্বচ্ছতা অভিযানে। হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরে এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সেখানে নিজের হাতে আবর্জনা পরিষ্কার করেন তিনি। সেই সঙ্গে সেখানে উপস্থিত জনতাকে স্বচ্ছ অভিযানে সামিল হতে অঙ্গীকারবদ্ধও করেছেন। সংবাদ সংস্থা এএনআই এই ঘটনার ভিডিও শেয়ার করেছে নিজেদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে।

হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরের বাবা বালক নাথ মন্দিরে হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। সেখানে গিয়ে তিনি মন্দির চত্বর ও আশপাশে ছড়িয়ে থাকা নোংরা পরিষ্কার করেছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting Tender
Tender Notice No. T-210/PW/Eng/2023 dated 29-09-2023
Memo No. 1049/PW/Eng/2023 dated 29-09-2023
Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**
For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting Quotation
Quotation Notice No. Q-201/PW/Eng/2023 dated 29-09-2023
Quotation Notice No. Q-202/PW/Eng/2023 dated 29-09-2023
Memo No. 1037/PW/Eng/2023 dated 29-09-2023
Memo No. 1038/PW/Eng/2023 dated 29-09-2023
Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**
For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

Sehara Gram Panchayat
Seharabazar, Raina-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited bonafied resourceful contractor for different development works vide **Memo No.: 604/SGP & 605/SGP & e-NIT No.: WB/RAINA-I/SGP/eNIT-01 (Sl. 1-11) & WB/RAINA-I/SGP/eNIT-02 (Sl. 1-5), Date: 27.09.2023.** Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date (Online): **28.09.2023 at 11.00 Hrs.** Bid Submission Closing (Online): **06.10.2023 up to 15:00 Hrs.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **09.10.2023 at 16:00 Hrs.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & GP Office.
Sd/-
Pradhan
Sehara Gram Panchayat

ফর্ম জি
জেলেনটা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড'এর
কলকাতায় প্লাস্টিক দ্রব্যাদি বিপণন পরিচালনার জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**জেলেনটা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড** PAN No : AACCJ3004E CIN No : U51909WB2010PTC142740
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা এবং ২০ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭১	১৬বি, শেক্সপীয়র সরণি, বি. কে. মার্কেট ফ্ল্যাট নং ১৯
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	জানা নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	জানা নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	জানা নেই
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী বিস্তারিত	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল মাধ্যমে cirp.jppl@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল মাধ্যমে cirp.jppl@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৮.১০.২০২৩
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৮.১০.২০২৩
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০২.১১.২০২৩
১৩.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.jppl@gmail.com

চন্দ্র কুমার জৈন
IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/10414
১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১,
৯ম তল, রুম নং ৮১৬, কলকাতা - ৭০০ ০০১
মোবাইল : ৯৭৪৮৪৮৮৮৩৬
ইমেল আইডি : ckcacs@yahoo.co.in
জেলেনটা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড'এর আরপি
তারিখ : ৩০.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর ...

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ই-মেল : **cs8267@pnb.co.in**

লট. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ/ সময়
২৪.	ক) শাখা: বড়িষা (০৮৮৩২০) **খ) মেসার্স স্কেচ ওয়েব সলিউশন, স্বত্বাধিকারী: সৌভিক ব্যানার্জি,** মিনার্ভা গার্ডেন, ফ্ল্যাট নং ৯, ৫ম তল, ৫০, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০ ১০৪। **গ) রেবা চ্যাটার্জি (চট্টোপাধ্যায়) (বন্ধকদাতা/জামিনদার),** ২৩/১ (প্রেমিসেস নং ৫৪), শশী ভূষণ ব্যানার্জী রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৫, কলকাতা - ৭০০ ০০৮। **পর্ণা চক্রবর্তী (জামিনদার)** স্বামী- তপন চক্রবর্তী, ২৫/১, শ্রীমন্ত লেন, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ঠাকুরপুকুর, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা - ৭০০ ০০৮। **রত্না ব্যানার্জি (জামিনদার)** স্বামী- আশুতোষ, পি১৮২, ইউনিক পার্ক, ওয়ার্ড ১৩০, বেহালা, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪। **সৌম্য ব্যানার্জি (জামিনদার)** পিতা- শ্যামল ব্যানার্জি, ২৩/১, শশী ভূষণ ব্যানার্জি রোড, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০০৮। **স্বপ্না ব্যানার্জি (জামিনদার),** স্বামী শ্যামল ব্যানার্জি, ২৩/১, শশিভূষণ ব্যানার্জি রোড, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০০৮। **অ্যাকাউন্ট নং : ০৯৩৮৪০১৫০০০৭৬৬** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSKETCHWEB**	প্রেমিসেস নং ৩৪ (ডাক ঠিকানা নং ২৩/১, শশী ভূষণ ব্যানার্জী রোড), প্লট নং ডি/১, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০০৮, মৌজা - পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮, ১০, ১২-১৬ এবং ৫, আরএস খতিয়ান নং ৪১৭ এবং ১০৫১, আরএস দাগ নং ৫৩৩, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৯, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত আংশিকভাবে দুই এবং আংশিক তিন তলা ভবন/কাঠামো সহ ১ (এক) কাঠা ৭ (সাত) ছটাক পরিমাপ করা সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- প্লট নং সি, দক্ষিণ- ৬ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, পূর্ব- কমন ড্রেন, পশ্চিম- প্লট নং ডি এর জমি। **রেবা চ্যাটার্জীর মালিকানাধীন সম্পত্তি,** রেবা চট্টোপাধ্যায়, স্বামী - ধর্মদাস চট্টোপাধ্যায় নামেও পরিচিত। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪৭৫০৯০, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩০৪৬ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ২৬.০৫.২০২৩** **খ) ২০,৬৯,৫৯২.৬৩ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ২৮.০৯.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ২৫.০১ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৫১ লক্ষ টাকা (১৬.১১.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২৫.	ক) শাখা: মেটিয়াব্রুজ (০৫৬৫২০) **খ) মেসার্স এমআরপি গার্মেন্টস স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা- জনাব মনিরুল সেখ,** পিতা-আব্দুর রহিম সেখ, গাজীপুর কঙ্গনবেড়িয়া বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগনা(দক্ষিণ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৫০৩। **অ্যাকাউন্ট নং : ০৫৬৫২৫০৩০৪৭১৯, ০৫৬৫৩০০০২১২৯৮ এবং ০৫৬৫৩০০০২১৩০৪** **সম্পত্তি আইডি: PUNBMRPGARM01**	দোতলা আবাসিক ভবন এবং অ্যাসবেস্টস ছাদ সহ ২০ ডেসিমেল বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা গাজীপুর মৌজায় অবস্থিত, জেএল ২৪, তৌজি ৯৩, আরএস নং ১০৭, আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭৭, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪৬ নাহাজারী গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, থানা - বিষ্ণুপুর, পোস্ট - কঙ্গনবেড়িয়া, জেলা- ২৪ পরগনা দক্ষিণ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ৫০৩, ২০১৩ সালের দলিল নং আই-০০২১২, তারিখ- ১১.০১.২০১৩, ডিএসআর-৪ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - সুলতান মোল্লা, দক্ষিণ - আসাদুল সেখ, পূর্ব - আলাদুল সেখ, পশ্চিম - ১০ ফুট কংক্রিট রোড দ্বারা। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪০৮২৭৪, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.২৪০৪২৩ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৫.০৭.২০২১** **খ) ৪১,৫৬,৮৮২.৮৭ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ১৬.১১.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ৫৩.২৯ লক্ষ টাকা** **খ) ৫.৩৩ লক্ষ টাকা (১৬.১১.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২৬.	ক) শাখা- নিউ আলিপুর (০০৯৯২০) **খ) শ্রীমতী অঞ্জু দে এবং তপন দে** ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য় তল, প্রেমিসেস নং ২৬, ব্রজেন মুখার্জি রোড, থানা - বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৩৪। **গ) শ্রী লব কুমার সাহা** ৫৫/৮, ড. কে. ডি. মুখার্জি স্কুল রোড, বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৬০। **অ্যাকাউন্ট নং : ০০৯৯৩০০৫০০০৫৪** **সম্পত্তি আইডি: PUNBANJUDEY01**	প্রায় ১১২৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার-বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের একটি ২-তলা আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল দ্বিতীয় তলায় (পশ্চিম-পাশে) ফ্ল্যাট নম্বর "১-এ" এবং সাহাপুর মৌজায় অবস্থিত , জেএল নং ৮, আরএস নং ১৭৯, তৌজি নং ৯৩ , ১০১ সিএস খতিয়ান নং ২২৭ এর অধীনে, আরএস খতিয়ান নং ৬৩৮, সিএস দাগ নং ৭১৮-এ, আরএস দাগ নং ৩১০৩-এ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২৬ কেএমসির সীমার মধ্যে, ১১৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে ব্রজেন মুখার্জি রোড, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণার বেহালা থানার অধীনে। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- নিরঞ্জন সরকারের সম্পত্তি, দক্ষিণে - মন্মথ মজুমদার, পশ্চিম- শ্রী দেবসারথি চক্রবর্তীর সম্পত্তি, পূর্বে - ৮ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী অঞ্জু দে এবং তপন দে।** **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৫০২৮৫৮, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩২২৯০০ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৫.০২.২০২৩** **খ) ১৪,১৩,৯৩৬.৮২ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ০৯.০৬.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ৩৩.১৮ লক্ষ টাকা** **খ) ৩.৩২ লক্ষ টাকা (১৬.১১.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**

সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্কের কাছে অজানা

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে '**যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**'।
২. উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য বাদ দেওয়া সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibabi/index.jsp মাধ্যমে ১৯.১০.২০২৩ তারিখ (ক্র.নং ০১ থেকে ২১) এবং ১৭.১১.২০২৩ (ক্র. নং ২২ এবং ২৬) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০ টার মধ্যে।**
৪. **সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন:** www.ibapi.in, **www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**
৫. **সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে ১৭.১০.২০২৩, ৩০.১০.২০২৩ এবং ১২.১১.২০২৩ তারিখে।**
৬. সম্পত্তির অবস্থানের জন্য, গুগল মানচিত্র খুলুন এবং সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানে প্রদত্ত স্থানাঙ্কগুলি টাইপ করুন : উদাহরণস্বরূপ, ২২.৪৮২৮০৪, ৮৮.৩০৭৫৯০

তারিখ : ৩০.০৯.২০২৩
স্থান: কলকাতা
চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার (০৩৩ - ৪০২৭ ৭২১৪)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

অশ্বিনকে সামলাতে অজি শিবিরে ‘নকল’ অশ্বিনের ডাক! প্রস্তাব ফেরালেন মহেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ খেলতে এসে অস্ট্রেলিয়ার সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। কাপ যুদ্ধে নামার আগে ভারতের কাছে ২-১ ব্যবধানে একদিনের সিরিজ হেরেছিল প্যাট কামিন্সের দল। আর এবার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে ফের ধাক্কা খেল পাঁচবারের বিশ্বজয়ীরা। কিন্তু কীভাবে অজিদের উপর চাপ বাড়ল? জানলে চোখ কপালে উঠে যাবে।

৮ অক্টোবর টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে অস্ট্রেলিয়া। ভেন্যু চেন্নাইয়ের চিপক। স্পিনাররা এই পিচে বরাবর সাহায্য পেলেও, অজি শিবির খুব একটা চিন্তায় ছিল না। তবে অক্ষর প্যাটেল চোট পেয়ে ছিটকে যেতেই অজিদের চিন্তা বেড়ে যায়। কারণ অক্ষরের পরিবর্ত স্পিনারের নাম রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চিপক তাঁর ঘরের মাঠ। এই মাঠের পিচকে হাতের তালুর মতো চেনেন অভিজ্ঞ অফ স্পিনার। আর তাই অশ্বিনের মোকাবিলা করার জন্য ‘নকল’ অশ্বিনকে ডেকে পাঠায় অজি টিম ম্যানেজমেন্ট। যাতে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে সঠিক অনুশীলন করতে পারেন ডেভিড ওয়ার্নার-স্টিভ স্মিথরা। কিন্তু অজিদের প্রস্তাব এবার পত্রপাঠ উড়িয়ে দিলেন মহেশ পিথিয়া।

এর আগেও অজি ব্যাটারদের নেটে বোলিং করেছেন। কিন্তু এবার কেন এত বড় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন মহেশ পিথিয়া? বরোদার অফস্পিনার বলছেন, তআমার কাছে দারুণ প্রস্তাব ছিল। ঘরোয়া ক্রিকেট মরসুম শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের সঙ্গে থাকলে ভালো প্রস্তুতি সেরে ফেলতে পারতাম। ওদের প্রস্তাব নিয়ে ভেবেছিলাম। অজিদের কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোলান্ডের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। শুধু তাই নয়, নিজের কোচের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলাম। আর এর পরেই সিদ্ধান্ত নিলাম বিশ্বকাপের আগে আমার পক্ষে এবার অস্ট্রেলিয়ার নেট বোলার হিসেবে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়।দ চলতি বছর বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শুরু হওয়ার আগে নেট বোলার হিসেবে অজিদের নেটে তাঁকে দেখা যেত। সেই সুবাদেই খবরের শিরোনামে এসেছিলেন এই অফ স্পিনার। তাহলে এবার কেন এত বড় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন? মহেশ ফের বলেন, তসরকারি ভাবে অশ্বিনের নাম ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই তাঁকে নিয়ে চর্চা হচ্ছিল। সেই খবর অজি শিবিরেও পৌঁছে যায়। বিশ্বকাপের দলে অশ্বিনকে নেওয়ার পরে অজি টিম ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে আমার কাছে ফোন আসে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির সুযোগ নিঃসন্দেহে লোভনীয় প্রস্তাব ছিল। তবে এই মুহূর্তে আমি ঘরোয়া ক্রিকেটে ফোকাস করতে চাই।দ

চেন্নাই অশ্বিনের শহর। চিপকের পিচ তাঁর চেয়ে ভালো কে চিনবেন? তাঁকে সামলানোর জন্য বিশেষ প্রস্তুতি সারতে চেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এদিকে প্রায় এক বছর আট মাস পর একদিনের দলে কামব্যাক করেছেন অশ্বিন। মোহালিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪৭ রানে ১ উইকেট নিয়েছিলেন। এর পর ইন্দোরে দ্বিতীয় ম্যাচে নিয়েছিলেন ৪১ রানে ৩ উইকেট। সেইজন্য ‘নকল অশ্বিন’ মহেশ পিথিয়াকে চেয়ে রেখেছিল অস্ট্রেলিয়া টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও সেই প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না! অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন ‘নকল’ অশ্বিন।

ক্লেইটনের জোড়া গোলে জয়ের মুখ দেখল ইস্টবেঙ্গল, স্বস্তি পেলেন কুয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: মনে হচ্ছিল চলতি আইএসএল-এ আবার পয়েন্ট নষ্ট করবে ইস্টবেঙ্গল। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একাধিক গোলের সুযোগ হারিয়ে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট মাঠে ফেলে এসেছিল লাল-হলুদ। তবে এবার একেবারে শেষ মুহূর্তে খেলা বদলে দিলেন ক্লেইটন সিলভা। শনিবার অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে পিছিয়ে গিয়েও ক্লেইটনের গোলে সমতা ফিরেছিল। আর শেষ দিকে সেই ব্রাজিলিয়ানের গোলেই এল জয়। ৯০৩ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে বিশ্বমানের গোল করেন ক্লেইটন সিলভা। স্পট কিক থেকে নেওয়া তাঁর শট প্রথম পোস্ট দিয়ে হায়দরাবাদের জালে জালে জড়িয়ে যায়। বল লাগে ক্রসবারের নীচে। গোলকিপার অনুজের নাগালের বাইরে ছিল বল। ফলে এই প্রথমবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে জয়ের মুখ দেখল লাল-হলুদ।

এদিন শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে নিজামের শহরের দল। সেই সুবাদে ৮ মিনিটে হিতেশ শর্মার গোলে এগিয়ে যায় হায়দরাবাদ। বক্সের ভিতর থেকে হিতেশের প্রথম পোস্টে নেওয়া চিপ শট ইস্টবেঙ্গলের জালে জড়িয়ে যায়। ফলে শুরুতেই ১-০ গোলের এগিয়ে যায় থাংবোই সিংডোর ছেলেরা। তবে বেশিক্ষণ গোল ধরে রাখতে পারেনি হায়দরাবাদ। গ্যালারিতে থাকা অগণিত লাল-হলুদ সমর্থক ও কুয়াদ্রাতের মুখে হাসি ফোটান ক্লেইটন সিলভা। বক্সের ভিতর থেকে হায়দরাবাদের জালে বল জড়িয়ে দেন সিলভা। আর এর পরেই দেখা গেল আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের কাছে তাঁর সেই চিরাচরিত সেলিব্রেশন।

১৬ মিনিটেও ফের গোল করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন এই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। ফ্রি-কিক আদায় করে নেন ক্লেইটন। তবে স্পট কিক থেকে বোরহা হেরেরার নেওয়া শট সরাসরি চলে যায় হায়দরাবাগ গোলকিপার লক্ষ্মীকান্ত কাট্টিমনির দস্তানায়। ২১ মিনিটের মাথায় আবার লাল-হলুদের কাছে গোলের সুযোগ চলে এসেছিল। এবার বক্সের বাইরে থেকে হায়দরাবাদের পোস্ট লক্ষ্য করে জোরালো শট নেন সাউল ক্রেসপো। তবে সেই দূরপাল্লার শটও ক্রসবারের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে চলে যায়। গোল না করতে পারলেও ক্লেইটন বারবার বিপক্ষের বক্সে হানা দিচ্ছিলেন। এরই মধ্যে ৪০ মিনিটের মাথায় বক্সের ভিতর থেক নেওয়া মান্দারের শট প্রতিহত হয় কাট্টিমনির দস্তানায়। সেভ করার পরেই ক্লেইটন্সের সঙ্গে ধাক্কায় চোট পান হায়দরাবাদের গোলকিপার। ক্লেটনের হাঁটু গিয়ে লাগে কাট্টিমনির মুখে। তাঁর নাক দিয়ে রক্ত বেরোতে দেখা যায়। চোখের নীচে ফুলেও যায়। চোট পাওয়া কাট্টিমনি মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর বদলে মাঠে নামেন গোলকিপার অনুজ কুমার। এভাবেই শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা। মাঝেমাঠে একেবারেই নিজেকে মেলে ধরতে পারছিলেন শৌভিক চক্রবর্তী। তাই দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই শৌভিক তুলে নেন কুয়াদ্রাত। কিন্তু এতে লাভ হল না। মিস পাসের ছড়াছড়ি ছিল। সঙ্গে একের পর এক গোলের সুযোগ হাতছাড়া করে যাচ্ছিল লাল-হলুদ। ক্লেইটন পুরো ম্যাচ ফিট না হলেও তিনি চেষ্টা করছিলেন। তবে ডুরান্ড কাপের ডার্বিতে গোল করা নন্দ কুমারকে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁকে কড়া মার্কিং-এ রাখছিলেন বিপক্ষের ডিফেন্ডার জাও ভিক্টর। এরপর দুই দল গোলের মুখ খোলার চেষ্টা করলেও লাভ হল না। ৮৮ মিনিটে নাওরেম মহেশকে তুলে গোলের সুযোগে ভিপি সুহেরকে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়। একেবারে শেষ দিকে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন জাভি সিভেরিও। তখন মনে হচ্ছিল লাল-হলুদ তিন পয়েন্ট ফের মাঠে রেখে এল। তবে এক্সট্রা টাইমে খেলা ঘুরিয়ে দিলেন সেই ক্লেইটন। ফলে চলতি আইএসএল-এ শেষ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল লাল-হলুদ।

শুটিংয়ের ট্র্যাপ ইভেন্টে ভারতের ছেলেরা দলগত ভাবে পেলেন সোনা, মহিলারা জিতলেন রুপো

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমসে শুটিংয়ে বেশ ভালো পারফরম্যান্স করেছে ভারত। পুরুষ দল সোনা জিতেছে এবং মহিলা দল রুপো জিতেছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এবারের এশিয়ান গেমসে ভারতীয় শ্যুটাররা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন। ব্যক্তিগত ইভেন্টেও অনেকেই পদক জয় করেছেন। তার মধ্যে যেমন দলগত ইভেন্ট রয়েছে। ঠিক তেমনই ব্যক্তিগত ইভেন্টও রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এশিয়াডে ভারত বেশ ভালো পারফরম্যান্স করছে।

ভারতের এই পদক জয়ের পিছনে শ্যুটারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি ইভেন্টেই ভারতীয় শ্যুটাররা পদক জিতেছেন। ফের সোনা জিতল ভারতীয় শ্যুটাররা। আজ ট্র্যাপ ইভেন্টে শ্যুটিংয়ে পৃথ্বীরাজ টোন্ডাইমান, কিনান চেনাই এবং জোরভার সিং সান্ধুর ভারতীয় ত্রয়ী সোনা জিতেছে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের হয়ে নামবেন চেনাই এবং জোরাভার সিং। ব্যক্তিগত ইভেন্টে তারা দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন। ভারতীয় সময় দুপুর ১টা ৩০মিনিটে তারা এশিয়াডে নামবেন। তবে তার আগে ট্র্যাপ ইভেন্টে ভারতের ছেলেরা দলগত ভাবে পেলেন সোনা। শুধু ছেলেরাই নন, পদক জিতেছেন ভারতীয় মেয়েরাও।

ট্র্যাপ ইভেন্টে ভারতের ছেলেরা যেমন সোনা জিতেছেন, ঠিক তেমনই রুপো জিতলেন মেয়েরা। শুটিংয়ে ট্র্যাপ ইভেন্টে রুপো জিতল ভারতীয় মহিলা শুটিং দল। আর দলে রয়েছেন রাজেশ্বরী কুমারী, কীর মনীষা ও প্রীতি রাজাক। মোট ৩৩৭ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। স্বাভাবিক ভাবেই মহিলা দলের মনিষা কের ব্যক্তিগত ইভেন্টে ফাইনালে নামার আগে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস পেয়ে গেলেন। কারণ রুপোজয়ী দলেই ছিলেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই খুশি শুটিং বিভাগ। শ্যুটিং থেকে ফের সোনা জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিতে শুরু করেছে। শুটিংয়ের দুই ইভেন্ট থেকে সোনা জিতে নিতে পারলেই অনেকটাই এগিয়ে যাবে ভারত। সেই সঙ্গে অলিম্পিক্সের আগে শ্যুটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ফাইনালের লড়াইটা দুই ভারতীয় শ্যুটারের কাছেই মোটেই সহজ হবে না। কারণ প্রতিপক্ষ চাইবে সোনা জিততে। ফলে বেশ ভালো লড়াই দেখা যেতে পারে। তবে এই দুই ইভেন্টে ভারতের পদক যে নিশ্চিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে তাদের টার্গেট থাকবে সোনা জয়ের। স্বাভাবিক ভাবেই গোটা দেশও তাকিয়ে রয়েছে দুই শ্যুটারের দিকে।

মহিলাদের ইভেন্টে শুধুমাত্র মনিষা একা নামলেও পুরুষদের ব্যক্তিগত ইভেন্টে নামবেন দুই শ্যুটার। দলগত হিসাবে সোনা জয়ের পর ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিততে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়। অন্যদিকে মনিষা দেশের জন্য কোন পদক আনেন সেই দিকেও তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ। এখন শুরু ম্যাচে নামার অপেক্ষা।

কোরিয়ার বিরুদ্ধে ড্র সবিতাদের, সেমিফাইনাল কার্যত নিশ্চিত ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমসে অপ্রতিরোধ্য ভারতীয় হকি প্লেয়াররা। একদিকে পরপর চারটি ম্যাচ জিতেছেন হরমনপ্রীত-ললিতরা। গ্রুপ শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে ওঠা কার্যত নিশ্চিত ভারতের ছেলেদের। এই পরিস্থিতিতে এশিয়ান গেমসে পরপর তিন ম্যাচ অপরাজিত ভারতের মেয়েরা। সবিতা পুনিয়ার টিম হানঝাউ গেমসে হকিতে পরপর দুটো ম্যাচ জিতেছিল। আজ, রবিবার দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে অবশ্য ১-১ ড্র করল। প্রথমার্ধে কোরিয়ার বিরুদ্ধে ১-০ পিছিয়ে ছিল ভারতের মেয়েরা। দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ান নভনীত-সালিমারা। অবশ্য আগের দুই ম্যাচে দাপট দেখিয়ে জিতেছিল সবিতা পুনিয়ারা। প্রথম কোয়ার্টারেই পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন ভারতের মেয়েরা। ম্যাচের ১২ মিনিটে চো হেজিনের গোলে এগিয়ে যায় কোরিয়ানরা। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে নভনীত কৌর সমতা ফেরান ৪৪ মিনিটে। পুরো ম্যাচে আর কোনও গোল হয়নি। কোরিয়ার আগে সিঙ্গাপুরকে ১৩-০ গোলের মালা পরিয়েছিল ভারতের মেয়েরা। তারপর দ্বিতীয় ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে হাফডজন গোলে জিতেছিলেন সবিতারা। অবশ্য কোরিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের সেই দাপট দেখা গেল না। ১-১ ড্র করে শেষ করায় পুল-এ-তে আপাতত শীর্ষে ভারত। প্রতি পুলের প্রথম দুই স্থানে থাকা দুটি করে দল সেমিফাইনালে উঠবে।

এএফসি কাপের গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে মোহনবাগানের মুখোমুখি হওয়ার আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে মাজিয়া এসআর হেড কোচ মিলোমির সেসলিজা ও ফুটবলার ইব্রাহিম আইসাম...

চোট পুরোপুরি সেরে ওঠেনি, টানা ৩টি ম্যাচে খেলতে পারলেন না মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোটের কারণে আর্জেন্তিনার কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি তাঁর নতুন ক্লাব ইন্টার মিয়ামির হয়ে খেলতে পারছেন না। শুরুটা মেসি খচিত ভাবে করলেও চোটের কারণে দল থেকে বাদ পড়েন তিনি। মেজর সকার লিগে নিউইয়র্ক সিটির বিরুদ্ধে শনিবারের ম্যাচে নাম ছিল না মেসির। এই নিয়ে মোট তিনটি ম্যাচ দল থেকে বাদ পড়েছেন। মনে করা হচ্ছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ মাঠের বাইরেই থাকতে হবে তাকে।

২০ সেপ্টেম্বর টরেন্টো এফসি-র বিপক্ষে মিয়ামি জয় লাভ করে। সেই ম্যাচে ৩৮ মিনিটের পরে মেসিকে তুলে নেওয়া হয়। তাঁর অনুপস্থিতি অরল্যান্ডো লিগ খেলা এবং বুধবার ইউএস ওপেন কাপ হিউস্টনের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারে ইন্টার মিয়ামি। টরন্টোয় খেলার আগে, বিশ্বকাপ জয়ী তারকা বলিভিয়ায় আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে যাননি। শনিবারের খেলা মিয়ামির প্লে-অফের যাওয়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচে মেসি সহ বার্সেলোনাতে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ জর্ডি আলবাকে ছাড়াই খেলতে নামে। তিনি হ্যামস্ট্রিং চোটেরর কারণে দলের বাইরে ছিলেন। নিউইয়র্ক সিটি এফসি বর্তমানে ইস্টার্ন কনফারেন্সের প্লে-অফের স্থান দখল করে আছে। নবম স্থানে বসে আছে মিয়ামির থেকে পাঁচ পয়েন্ট এগিয়ে ফ্লোরিডা। তাদের হাতে দুটি ম্যাচ আছে।

ইন্টার মিয়ামির আর্জেন্তিনা প্রধান কোচ জেরার্ডো মার্টিনো জানিয়েছেন, তাঁর দলে রাইট-ব্যাক ইয়েডলিনও নেই, চোটের কারনে তিনিও দলের বাইরে। মার্টিনো বলেন, ‘আমাদের দলে চোট আঘাতের সমস্যা রয়েছে। তবে কিছু করার নেই এটা মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে।’ মিয়ামি গত মাসে লিগস কাপ জিতে। যার পিছনে মেসির উল্লেখ যোগ্য অবদান রয়েছে। কিন্তু এখন তাদের আর্জেন্টাইন তারকার

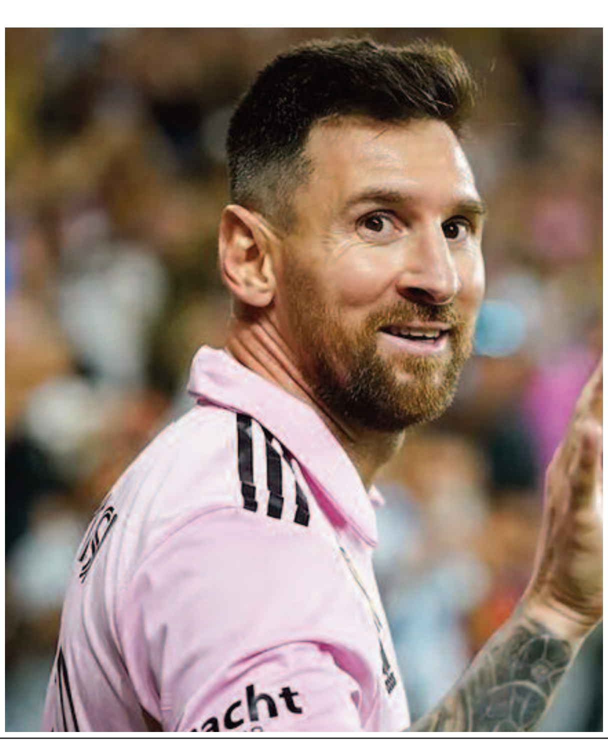

ফিটনেস নিয়ে সমস্যা রয়েছে। মেজর লিগ সকার প্লে-অফ করতে লড়াই করতে হবে মেসিকে ছাড়াই। হিউস্টনের কোচ বেন ওলসেন জানান, তাঁর দল মেসি ও আলবার অনুপস্থিতিকে কাজে লাগিয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা মেসি এবং আলবার জন্য সারা সপ্তাহ প্রস্তুতি নিয়েছি। সত্যি কথা বলতে ওরা দলে থাকলে মিয়ামি অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমি মনে করি মিয়ামি ওদের অভাব অনুভব করেছে।’ উল্লেখ্য, মেজর লিগে শনিবার নিউ ইয়র্কের বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করে মিয়ামি। এদিন গোল করে নিউ ইয়র্ক এগিয়ে দেন স্যান্টিয়াগো রড্রিগেজ। যদিও প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। ৭৭ মিনিটের মাথায় গোল করেন তিনি। কিন্তু বেশ চাপেই ছিল মিয়ামি। গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ ইনজুরি টাইমে গোল করে দলের হার বাঁচান থমাস। শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচ ড্র হয়।

অল্পের জন্য হাতছাড়া সোনা, তবু ইতিহাসে ঢুকে পড়লেন অদিতি অশোক

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রত্যাশা ছুঁয়েছিল আকাশ। তিনি নিজেও হয়তো সোনার স্বপ্নেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হবেন না-ই বা কেন? শনিবার রীতিমতো চমকে দিয়েছিলেন অদিতি অশোক। তৃতীয় রাউন্ড শেষ করেছিলেন পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে থেকে। কিন্তু রবিবার ব্যক্তিগত ইভেন্টের চতুর্থ রাউন্ডে সোনার অক্ষরে নাম লেখাতে পারলেন না অদিতি। তাতেও কৃতিত্ব কমবে না অদিতির। টোকিও গেমসে চতুর্থ হওয়া ভারতীয় গল্ফার ভারতের হয়ে ইতিহাসও তৈরি করলেন হানঝাউ গেমসে। প্রথম ভারতীয় মেয়ে গল্ফার হিসেবে জিতলেন এশিয়ান গেমস পদক। চতুর্থ দিন সকালটা একেবারেই ভালো শুরু করতে পারেননি অদিতি। তাইল্যান্ডের গল্ফার অপির্চায়া ইওবোল যখন নিজেকে ফর্মে তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, অদিতি তখন মিস করেছেন একের পর এক স্ট্রোক। শীর্ষে থাকলেও ধীরে ধীরে দুইয়ে নেমে যান। সেখান থেকে আর কামব্যাক করতে পারেননি ভারতের মেয়ে। ১৭ আন্ডার পার-এ শেষ করেছেন অদিতি। শেষ দিকে দৃশ্যতই হতাশ দেখাচ্ছিল ভারতের মেয়েকে। তাইল্যান্ডের ইওবোল তার থেকে ২ স্ট্রোক আগে অর্থাৎ ১৯ আন্ডার পার-এ শেষ করে সোনা জিতেছেন। রুপো পাওয়ার পর অদিতি বলেছেন, ‘১৬তম হোল পর্যন্ত সব ঠিকই এগোচ্ছিল। কিন্তু যখন আমার একটা শট জলে গিয়ে পড়ে, আর ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। সোনা জেতার স্বপ্ন নিয়েই সবাই এশিয়ান গেমসে আসে। আমি সেটা হারালাম।’

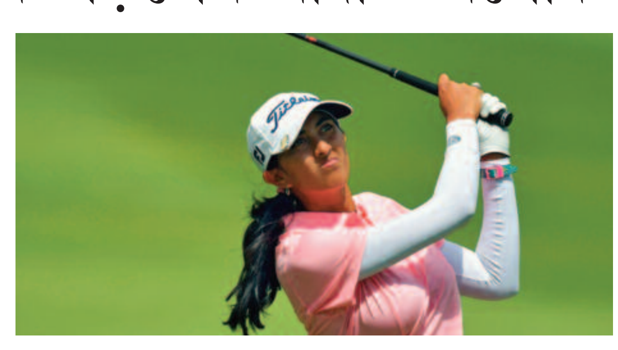

এশিয়ান গেমসের গল্ফ থেকে কিন্তু অদিতির আগেও এসেছে পদক।

১৯৮২ সালে দিল্লি এশিয়াডে ব্যক্তিগত ইভেন্ট থেকে এসেছিল সোনা। দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন লক্ষ্মণ সিং। ওই বছরই গল্ফের টিম ইভেন্টেও সোনা জিতেছিল ভারক। লক্ষ্মণের সোনা জেতার রেকর্ড ২০ বছর পর ছুঁয়েছিলেন শিব কাপুর। সে দিক থেকে দেখলে, ২০০২ সালের পর অর্থাৎ ২০ বছর এশিয়ান গেমসের গল্ফ থেকে আবার এল পদক। সোনা জিততে জিততে পাওয়া রুপো হয়তো তৃপ্তি দেবে না অদিতিকে। কিন্তু তরুণ গল্ফারদের স্বপ্ন দেখাবেই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**